CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 March, 2021 ■ আগরতলা, ৩১ মার্চ ২০২১ ইং ■ ১৭ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারতে দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণ, ২৭১ বেড়ে মৃত্যু ১৬২,১১৪ জনের

করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, তবে আত্মতুষ্টির প্রয়োজন নেই ঃ হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (হি.স.)।। ভারতীয় ভ্যাকসিনকে ফের নিরাপদ ও কার্যকরী দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। একইসঙ্গে যাঁদের মনে ভ্যাকসিন নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা প্রচার হচ্ছে, তা বিশ্বাস করবেন না।'

মঙ্গলবার সকালে দিল্লির হার্ট ও ফুসফুস ইনস্টিটিউটে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন এবং তাঁর স্ত্রী নুতন গোয়েল। দ্বিতীয় দফার ডোজ নেওয়ার পর হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, 'প্রথম দফার ডোজ নেওয়ার পর, কোনও পার্শ প্রতিক্রিয়া অনুভব করিনি আমরা। উভয় ভারতীয় ভ্যাকসিন নিরাপদ এবং কার্যকরী। ভ্যাকসিন নিয়ে এখনও বহু মানুষের সন্দেহ রয়েছে। তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা প্রচার হচ্ছে, তা বিশ্বাস করবেন না।'

মঙ্গলবার নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন কোভিড-১৯ নিয়ে মন্ত্রকের আধিকারীকদের সাথে বৈঠক করেছেন। ছবি-পিআইবি।

করোনাভাইরাসের টিকা নেওয়ার পরও অনেকেই কোভিড-সংক্রমিত হয়েছেন, এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ভ্যাকসিন নেওয়ার পরও কোভিড-১৯ সংক্রমিত হওয়ার সামান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতচন্দ্রনগর পঞ্চায়েত সমিতিতে দুর্নীতির অভিযোগ অনাস্থা প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ মার্চ।। মঙ্গলবার ভারতচন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানসহ সদস্যা সদস্যদের উপস্থিতিতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ভারত চন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের কক্ষে। এই দিনের বৈঠকে সরকারি ভর্তুকি দেওয়া কৃষি সামগ্রী বেনেফিশিয়ারিদের মধ্যে বিলিবন্টন নিয়ে দুর্নীতির প্রমান সহ তথ্য তুলে ধরে পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দুলাল গুহের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়।

বৈঠকে দাবি উঠে পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি দুলাল গুহের বরখাস্ত এবং শাস্তির। এদিন অনাস্থা প্রস্তাব স্বাক্ষর করেন ভারত চন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস সহ মোট ৮ জন সদস্য। এই পঞ্চায়েত সমিতির মোট ১১ জন সদস্যের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়া আরো দুই জন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন।

এদিকে অনাস্থা প্রস্তাব রেজুলেশন সহ ভারতচন্দ্র নগর ব্লক আধিকারিক ও দক্ষিণ জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য ভারতচন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ভর্তুকিতে বেনিফিশিয়ারি দের মধ্যে আগাছা পরিষ্কার মেশিন, ধান ভাঙ্গানো ও উড়ানো মেশিন বিলি নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠে। এই পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় তেরটি পঞ্চায়েতের মধ্যে শুধুমাত্র ঈশান চন্দননগর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ১৪ জন বেনিফিশিয়ারির মধ্যে এগুলি বিলি দেখানো হয়। আগরতলা থেকে গাড়ি করে বেনিফিসারী দের জন্য ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি আনার পর দুর্নীতির গন্ধ পেয়ে এলাকাবাসীতা আটক করে এবং পরবর্তী সময়ে বিলোনিয়া থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিতার দায়ের কোপে রক্তাক্ত তিন বছরের শিশু সন্তান

আগরতলা, ৩০ মার্চ (হি.স.)।। তিন বছরের ফুটফুটে শিশু পুত্র-কে দা দিয়ে এলোপাথারি কুপিয়ে রক্তাক্ত করলেন পিতা। ওই ঘটনায় পুলিশ পাষন্ড পিতা রিপন মিয়া-কে গ্রেফতার করেছে। রাজধানী আগরতলায় রামনগর এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, পিইসি ইট ভাট্টা এলাকায় বাসিন্দা রিপন মিয়া তার শিশু সন্তান-কে কুপিয়ে রক্তাক্ত করেছে। বর্তমানে তার সন্তান এলাহীন মিয়া আইজিএম হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছে। তার ঘাড় এবং কান-এ গুরুতর আঘাত লেগেছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিতক-রা জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, রিপন মিয়া-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে, ওই ঘটনার পেছনে কি কারণ রয়েছে তা এখন জানা যায়নি।

স্থানীয়-দের বক্তব্য, এলাকায় নানা অসমাজিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত ছিল রিপন মিয়া। সকলেই তার সম্পর্কে অবগত হলেও কেউ কোন ব্যবস্থা নিতেন না। এদিন বটতলা ফাড়ির পুলিশ রিপন-কে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্থানীয়-রা তার কঠোর শাস্তি-র দাবি জানিয়েছেন।

মায়ানমারের নাগরিকদের আশ্রয় নিয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার মণিপুর সরকারের

ইম্ফল, ৩০ মার্চ (হি.স.) : মায়ানমার-র নাগরিক-দের মণিপুর-এ আশ্রয় দেওয়া যাবে না, স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশ-কে ঘিরে বিতর্কের জেরে আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। সম্প্রতি ৫ টি জেলার ডেপুটি কমিশনার-দের ওই আদেশ দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষ সচিব এইচ জ্ঞান প্রকাশ।

গত ২৬ মার্চ মায়ানমার-র নাগরিক-দের মণিপুর-এ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে আদেশ দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষ সচিব। তাতে, জেলা প্রশাসন-কে খাবার ও আশ্রয় দেওয়া জন্য শিবির না খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শুধু রই নয়, নাগরিক সমাজ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-কেও এধরনের শিবির না খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে, গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত কিংবা অন্য কোন চিকিতা-র ক্ষেত্রে মানবিকতার খাতিরে সহায়তা করা যাবে। ওই আদেশ অনুসারে, কাউকেই মণিপুর-র শরণার্থী হিসেবে থাকার সুযোগ দেওয়া যাবে না, বরং তাদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা বিনম্রভাবে করতে হবে। এছাড়া, আধার নথিভুক্ত করণ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষ সচিব চান্দেল, তেনগ্নৌপাল, কামজং, উখরুল এবং চুরাচন্দ্রপুর জেলায় ডেপুটি কমিশনার-কে ওই আদেশ দিয়েছিলেন। তাতে, তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বির্তকিত ওই আদেশ-কে ঘিরে স্থানীয় জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ফোল্ব, তড়িঘড়ি ওই আদেশ প্রত্যাহার করে নেয় মণিপুর সরকার। স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষ সচিব দাবি করেন, গত ২৬ মার্চ-র নির্দেশ-কে ঘিরে মানুষের মনে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। মানুষ ভুক বুঝছেন। ওই নির্দেশ বাতিল করে নতুন আদেশ নামায় তিনি বলেন, শুরু থেকেই মণিপুর সরকার মায়ানমার থেকে সেনা অভ্যুত্থানের ফলে রাজ্যে এসে আশ্রয় নেওয়ার ক্ষেত্রে মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করছে। তাদের সমস্ত রকম সহায়তা প্রধান করা হবে। জাতীয় প্রেক্ষাপটে-র সামাঞ্জস্য রেখেই মণিপুর সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে।

১৮ হাজার দোকান মালিক মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার আওতাধীন

আগরতলা, ৩০ মার্চ (হি.স.)।। ত্রিপুরায় বিভিন্ন শহর এলাকায় দোকান রয়েছে এমন প্রায় ১৮,০০০ দোকান মালিক এখন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার আওতায় বীমার সুবিধা পেয়েছেন। এই সমস্ত দোকান মালিকদের অধিকাংশই আগরতলা, মোহনপুর, মেলাঘর, অমরপুর, শান্তিরবাজার, বিলোনিয়া, সাব্রুম, আমবাসা, তেলিয়ামুড়া পুর এলাকায় বসবাস করেন।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ১০ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার সূচনা হয়েছিল। এই যোজনার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ত্রিপুরায় শহর এলাকায় থাকা দোকানদার-দের বিভিন্ন সুবিধা যেমন ট্রেড লাইসেন্স, ইনস্যুরেন্স, ঋণ, জিএসটি রেজিষ্ট্রেশান, পেনশান সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা এই যোজনার উদ্দেশ্য। নগরোন্নয়ন দফতর জানিয়েছে, অতীতে দেখা গেছে আগুন, চুরি, বন্যার কারণে দোকানদার-রা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাদের ক্ষতি মোকাবিলায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কোন সুবিধা ছিল না। দোকানদার-দের সুবিধার কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার মাধ্যমে আগুন, চুরির জন্য বীমার বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এতে বীমার প্রথম কিস্তি বাবদ অন্ততপক্ষে ১০০০ পর্যন্ত দিচ্ছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার এই খাতে ৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। শহরের দোকানদারদের স্বার্থে ট্রেড লাইসেন্স নবীকরণ ও ইনস্যুরেন্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার ১ কোটি টাকা বীমার প্রথম কিস্তি বাবদ মঞ্জুর করেছে।

ফের বাড়ছে বিমানের ভাড়া কার্যকর হবে পয়লা এপ্রিল

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (হি. স.) : আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে ফের একবার বাড়ছে বিমানের ভাড়া। বিমানবন্দরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের জন্য এই মূল্যবৃদ্ধি বলে জানা গিয়েছে। বিমানবন্দরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স। সেই কারণে ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনকে দিতে হয় এয়ার সিকিউরিটিজ ফি (এএসএফ)। এবার ফের একবার সেই ফি বাড়াচ্ছে ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন।

নয়া ঘোষণায় জানানো হয়েছে, অন্তর্দেশীয় বিমান যাত্রায় এএসএফ বাড়ছে ৪০ টাকা এবং আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রায় এএসএফ বাড়ছে ১১৪ টাকা ৩৮ পয়সা। চলতি বছরের পয়লা এপ্রিল থেকেই কার্যকরী হবে এই নয়া নির্দেশিকা। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এএসএফ বেড়েছিল ১০ টাকা। তখন বিমানে অন্তর্দেশীয় যাত্রায় এএসএফ হয়েছিল ১৬০ টাকা। করোনার জেরে গত বছর দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল বিমান পরিষেবা। ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছিল বিমান সংস্থাগুলি। পরবর্তীতে বিমান পরিষেবা চালু হলেও যাত্রী সংখ্যা ছিল সীমিত। ফলে তুলনামূলক ভাড়া বাড়িয়েছিল বিমান সংস্থাগুলি। এতে কিঞ্চিৎ সমস্যা হলেও মেনে নিয়েছিলেন যাত্রীরা। কিন্তু ৬ মাস যেতে না যেতেই ফের একবার ভাড়া বৃদ্ধিতে মাথায় হাত পড়তে চলেছে যাত্রী সাধারণের।

নেশা ব্যপারীকে গ্রেপ্তার না করায় কৈলাসহরের ক্ষুব্ধ জনতার পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ।। কৈলাসহরের ভগবান নগরে এক নেশার কারবারিকে নেশা সামগ্রীকে আটক করে দেন।এলাকার মানুষ নেশা কারবারিকে আটক করে কৈলাসহর থানার পুলিশকে খবর দেওয়ার পরও পুলিশ সময়মতো গিয়ে নেশা কারবারিকে গ্রেফতার না করায় পুলিশের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকার মানুষ রাস্তা অবরোধ করে। পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে কৈলাসহরের ভগবান নগর এলাকায় অবস্থিত উনকোটি জেলা হাসপাতালের সামনে ভগবান নগর এলাকার মানুষ কৈলাসহর ধর্মনগর রাস্তা অবরোধ করে।

এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ভগবান নগর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা জমসেদ আলী, সাজিদ আলী, ছমেদ আলী সহ আরও কয়েকজন কৈলাসহর থানার পুলিশকে ম্যানেজ করে নিজ বাড়িতেই ব্রাউন সুগার, ইয়াবা টেবলেট সহ আরও অন্যান্য নেশা সামগ্রী প্রকাশেই বিক্রি করছে। এলাকাবাসী কয়েকবার এব্যাপারে কৈলাসহর থানার ওসি-এর নিকট লিখিত ভাবে এবং মৌখিকভাবে জানালেও পুলিশ নীরব ভুমিকা পালন করছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা হাসপাতালের সামনে জমসেদ আলীর এক সহযোগী নেশা সামগ্রী নিয়ে ঘুরাফেরা করছিল।

এলাকার মানুষ তাকে আটক করে তল্লাশী করলে তার কাছে বেশ কিছু ব্রাউন সুগার সহ আরও অন্যান্য নেশা সামগ্রী পান। নেশা সামগ্রী পাওয়ায় তাকে আটক করে এলাকাবাসীরা কৈলাসহর থানায় খবর দেয়। প্রায় দুই ঘন্টা সময় অতিক্রান্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে শুরু পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ।। আগামী ৬এপ্রিল থেকে রাজ্যে এ ডি সি নির্বাচন। এ নির্বাচনে স্ব-শাসিত এলাকায় সরকারি কর্মচারীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। মঙ্গলবার বিশালগড় মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত নির্বাচনে সরকারি কর্মচারীদের ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হয়।

মোট ২২ জন কর্মচারী ভোট দেয়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পুলিশ এবং সিআরপিএফ মোতায়ন করে বিশালগড় মহকুমা অফিসের সামনে। তবে নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে শাসক দল বিজেপির এজেন্টকে দেখা গিয়েছিল অন্য কোন দলের প্রতিনিধিদের দেখা যায়নি। বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিসে পোস্টাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাম্পাহাওয়রে দুই কিশোরীকে গণধর্ষণ, গ্রেফতার আট যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ।। দুই কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। ঘটনা খোয়াই জেলার চাম্পাহাওয়র থানার অধীন খাটিয়া বস্তি এলাকায়। অভিযোগমূলে পুলিশ আট যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা জেলায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সদর কার্যালয় থেকে এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, সোমবার রাত আনুমানিক সাড়ে সাতটা নাগাদ চাম্পাহাওয়রের খটিয়া বস্তি এলাকায় দুই কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে খবর যায় চাম্পাহাওয়ার থানায়। সাথে সাথেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পেণীছে এবং তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ আট যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। তারা হল জগ্নু দেববর্মা (২১), বিমল দেববর্মা (২২), মাইকেল দেববর্মা (১৯), ঋষিতা দেববর্মা (১৯), বিকাশ দেববর্মা (২২), নিতেষ দেববর্মা (২১), জুয়েল দেববর্মা (১৯) এবং বিরেশ দেববর্মা (১৯)। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি বিলের প্রতিবাদে মিছিল আগরতলা শহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ।। কেন্দ্রীয় সরকারের জন বিরোধী নীতির প্রতিবাদে রাজধানী আগরতলা শহরে মঙ্গলবার প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করেছে সিপিআইএমএল নিয়াকৃষি আইন প্রত্যাহার , শ্রম আইনের তিনটি ধারা বাতিল, বেসরকারিকরণ ,মূল্যবৃদ্ধি রোধ , বেকার সমস্যা সমাধান সহ বিভিন্ন দাবিতে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করেছে সিপিআইএমএল। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়ে সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পার্থ কর্মকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষার সূচি নিয়ে অসন্তুষ্ট এআইএসএ'র আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মার্চ।। দ্বাদশ শ্রেণীর প্রি বোর্ড এবং ফাইনাল পরীক্ষার রুটিন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করেছে। এ বিষয়ে তারা উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার দ্বারস্থ হয়েছেন।

দ্বাদশ শ্রেণির প্রি বোর্ড পরীক্ষার রুটিন নতুন করে প্রস্তুত করা এবং ফাইনাল পরীক্ষা জন্য এক সময় দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা ইউনিটের পক্ষ থেকে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে

এখনো পর্যন্ত প্রি বোর্ড পরীক্ষার রুটিন তিনবার পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৬ এপ্রিল ইতিহাস এবং ১৭ এপ্রিল ভূগোল পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাঝখানে কোন গ্যাপ দেওয়া হয়নি। প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে মাঝখানে অন্তত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেরলে একমাত্র বিজেপিই পারবে হিংসার সংস্কৃতি বন্ধ করতে ঃ নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (হি.স) : পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি কেরল ও তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে ঝড় তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার কেরলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারে এলডিএফ ও ইউডিএফ কে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।

পালাক্কড়ে এক জনসভায় তিনি বলেন, কেরলে একমাত্র বিজেপিই পারবে হিংসার সংস্কৃতি বন্ধ করতে। পালাক্কড় থেকে কেরলবাসীকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'এলডিএফ এবং ইউডিএফ যদি আমাদের সংস্কৃতিকে অবমাননা করে, তাহলে আমরা কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করব না।' কেরলের পালাক্কড় বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী হলেন "মেট্রোম্যান" ই শ্রীধরণ। মঙ্গলবার ই শ্রীধরণের সমর্থনে পালাক্কড়ে নির্বাচনী জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'পালাক্কড়ে এসে আমি আনন্দিত ও মুগ্ধ। এখান থেকেই কেরলে নিজের প্রথম জনসভার সূচনা করছি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জন্য আপনাদের আশীর্বাদ নিতে এসেছি আমি।

আমি এখানে এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছি, যা কেরলের বর্তমান পরিস্থিতির থেকে ভিন্ন। বিগত কয়েক বছরে কেরলের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এই পরিবর্তন যুবকদের আকাঙ্খিত, বিশেষ করে প্রথমবার যাঁরা ভোটার হয়েছেন। কেরলের জন্য বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি হল এগিয়ে যাওয়া এবং উচ্চাভিলাষী। আর তাই রাজ্যের যুবকরা বিজেপিকে প্রকাশ্যেই সমর্থন করছেন, গোটা দেশে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।'

আগামী ৬ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ কেরলে, এদিন পালাক্কড়ের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কেরলের যুবসমাজ পরিবর্তন চাইছেন, বিজেপি সেই পরিবর্তনের আশ্বাস দিচ্ছে। ৬ এপ্রিল আপনারা যখন ভোট দেবেন, সুশাসন ও উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেবেন। এমন একটি সরকারকে ভোট দেবেন, যে সরকার শান্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা দেয়।' মোদি বলেন, 'গণতন্ত্রে আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু হিংসা কখনওই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের বহু কার্যকর্তা প্রাণ হারিয়েছেন। কেরলে বিজেপি সরকারই পারবে হিংসার সংস্কৃতি বন্ধ করতে। বামদলগুলি বহুবার কেরলের ক্ষমতায় এসেছে, কিন্তু তাঁদের নেতারা এখনও জুনিয়র স্তরের গুন্ডাদের মতো আচরণ করেন।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমি এলডিএফ এবং ইউডিএফ-কে বলতে চাই-আপনারা যদি আমাদের সংস্কৃতিকে অবমাননা করেন, তাহলে আমরা কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করব না।' প্রধানমন্ত্রী এদিন জানান, "কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষকদের স্বার্থে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে আমাদের সরকার। যুব সমাজের ক্ষমতায়নই আমাদের সরকারের লক্ষ্য। কেরল ও পর্যটনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হল ইউডিএফ এবং এলডিএফ সেই লক্ষ্যে কিছুই করেনি।' কেরলে দ্রুত উন্নয়নের আশ্বাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১৬৮ ◻ ৩১ মার্চ ২০২১ ইং ◻ ১৭ চৈত্র ◻ বুধবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ভোটের রাজনীতি

ভোট আসে ভোট যায়। কিন্তু গিরিকন্দরে বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষের ভাগ্যের চাকা ঘুরে না।তাহাদের ভাগ্য যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই।ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারে গিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কাজ, খাদ্য ,পরিস্রুত পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যপরিসেবা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়া আসেন।কিন্তু ভোটের বৈতরণী পার হইয়া গেলে তাহাদের টিকির নাগাল মিলেনা।

কাজের জগৎ ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি কর্মসংস্থানের সুযোগকে আরো সংকুচিত করিয়াছে। বহু শিল্প কলকারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নতুন করিয়া শিল্প কলকারখানা স্থাপনের তেমন কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে না। সরকারি দপ্তর গুলিতে ও কর্ম সংকোচন নীতি গ্রহণ করিয়াছে সরকার।সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই কর্ম সংকোচন নীতি গ্রহণ করিবার ফলে মানুষের কাজের অধিকার লঙ্ঘিত হইতেছে। তাহাতে বেকার সমস্যা দিনের পর দিন আরো চরম আকার ধারণ করিতেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের ন্যায় বৃহৎ একটি দেশের সর্বত্র কাজের জোগান সারা বছর সমান থাকিবে, তাহা সম্ভব নয়। সেই কারণে দেশের সব জায়গাতেই শ্রমিক চাহিদায় তারতম্য দেখা দেয়। স্বভাবতই, খেটে-খাওয়া মানুষের দল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলিয়া যান। কাজের জগতে এমন অবস্থায় আমাদের দেশে যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। অথচ, তাহারা অর্থনীতির একটা গরিষ্ঠ অংশ জুড়িয়া থাকিলেও অদৃশ্যই রহিয়া গিয়াছেন। অতর্কিত লকডাউনে তাঁহারা ছিলেন উহ্য। তাহাদের কেউ ট্রেনে কাটা পড়িয়াছেন, কেউ শত শত ক্রোশ হাঁটিতে গিয়া পথশ্রমে মারা গিয়াছেন, কেউ আবার ট্রাক-লরির ধাক্কায় পিষ্ট হইয়াছেন। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্র-রাজ্য কেউই তাহাদের সম্পর্কে ঠিক পরিসংখ্যান পেশ করিতে পারেনি। ভোটের প্রাক্কালে নেতৃবর্গের দ্বারা তাহারা নানা আশ্বাস পান এবং ভোটের পরে প্রান্তিক শ্রেণিরূপে সকলের অগোচরেই থাকিয়া যান।

তবুও এই বৃহৎ শ্রেণিটিকে নিয়া সরকারি স্তরে কোনও পরিকল্পনা রচিত হয় না। লকডাউনে এই শ্রেণির অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার খবরে সরকার নড়িয়া চড়িয়া বসিল কি? রিয়েল এস্টেট-এর দাম চড়া রাখিতে মানবসম্পদের এই অবমূল্যায়ন। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত সরকার নগর পরিকল্পনার সময় শ্রমিকদের আবাসের কথা মনেই রাখে না। রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অংশ নিয়াও তাহারা ব্রাত্যই থাকিয়া যান।

কেমন করিয়া অদৃশ্য হয়' পরিযায়ী শ্রমিকদের মাথার উপর ছাদ না থাকার মর্মান্তিক অবস্থা তাহার প্রমাণ। তাহাদের সেবা বা পরিষেবাটা আমাদের, তথাকথিত ভদ্র সমাজের, খুবই দরকার। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তাহারা কোথায় থাকিবেন, তাহাদের পরিবারের, শিশুদের অবস্থা কী, ন্যূনতম পরিষেবা তাঁহারা পান কি না, এ সব কেউ মাথা ঘামান না।অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, বাধ্য হইয়া পশুর অধম জীবন যাপন করেন তাহারা। মনে করাইয়া দেওয়া হয় যে, যেটুকু সুবিধা তাঁহারা পাইতেছেন, তাহা-ই অনেক। তাই খালপাড়ে পলিথিন টাঙাইয়া তৈরি হয় তাহাদের ঘর, ফুটপাত হয় ঠিকানা, পুলের তলায় চলে সংসার। যে গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকারের আমরা গর্ব করি, এই মানুষগুলোর জীবনে সেটা কতটা কার্যকর, তাহার কোনও হিসেব নেই। তাহারাই কিন্তু প্রকৃত ভারত। মহাকাশে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, বা ক্রিকেটে ভারতের জয় এ সবের থেকেও বেশি জরুরি অসহায় মানুষগুলোর মাথার উপর ছাদ, পেটে দুটো খাবার আর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে শ্রমিক মেহনতি অংশের মানুষের জীবন-জীবিকা আরও দুর্বিষহ হইয়া উঠিবে। শুধুমাত্র ক্ষমতার মসনদে বসিবার জন্য জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিলে চলিবে না। জনগণের জন্য কাজ খাদ্য সহ মৌলিক অধিকার গুলির নিশ্চয়তা দেওয়া অবশ্যই জরুরী।

বক্সিরহাটে বিজেপির কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

বক্সিরহাট, ৩০ মার্চ (হি. স.) : কোচবিহারের বেগারখাতায় বিজেপির কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন বিক্ষোভে শামিল হন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। যদিও বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

ওই এলাকার মধ্য বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য তথা স্থানীয় বাসিন্দা লিপিকা রায় বর্মনের অভিযোগ, সোমবার রাতে ঝড়-বৃষ্টির পর তাঁরা বাড়ি চলে যান। মঙ্গলবার সকালে এসে দেখেন, তাঁদের ৯/২২৪ নম্বর বুথের নির্বাচনি কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। কার্যালয়ের ভিতরে চেয়ার-টেবিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে ফ্যান। ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে দলীয় পতাকা, ফেস্টুন। এমনকি, কার্যালয়ের বেশ কিছু জিনিসপত্র সামনের নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাই এই কাজ করেছে বলে দাবি করেছেন লিপিকা। ঘটনার সময় সেখানে দলের কেউ থাকলে দুষ্কৃতীরা তাঁদেরও খুন করে ফেলত বলে গুরুতর অভিযোগ তোলেন তিনি। খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে আসেন বিজেপির ৩১ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত দাস। তাঁর দাবি, পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না। বাইক মিছিল নিষিদ্ধ। তবে গতকাল নিকটবর্তী ভাড়েয়া গ্রামে ২৫-৩০ জন তৃণমূল কর্মী রাস্তা দিয়ে বাইক মিছিল করে বিজেপি কর্মীদের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এনিয়ে এলাকায় উত্তেজনাও ছড়ায়। পরে পুলিশ এসে এলাকায় শান্তি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে সেই রাতেই তাঁদের কার্যালয়ে তৃণমূলের লোকজন অস্ত্র সমেত হামলা চালায়। তাঁদের না পেয়ে কার্যালয়েই ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। তবে সেই সময় কোনও পুলিশ কর্মীরই দেখা পাওয়া যায়নি বলে দাবি করেছেন সুশান্ত। খবর পেয়ে এদিন সকালে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ।এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

"পুরসভা চলছে কিন্তু কেমন পরিষেবা মিলছে তা প্রমাণ হয়ে গেল": কটাক্ষ রাহুল সিনহার

কলকাতা,৩০ মার্চ (হি.স.) : বর্তমানে সকলের লক্ষ্য একুশের নির্বাচনে। ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে প্রথম দফার ভোট গ্রহণ পর্ব। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ। এরই মাঝে মঙ্গলবার হাবড়ায় যান বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। আর সেখান থেকেই "পুরসভা চলছে কিন্তু কেমন পরিষেবা মিলছে তা প্রমাণ হয়ে গেল" তৃণমূলের বিরুদ্ধে কটাক্ষর সুর চড়ালেন রাহুল সিনহা।

নির্বাচনের আগে এদিন হাবড়ার চায় পে চর্চায় যোগ দেন বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহা। আর তারপরেই রাহুল সিনহাকে ঘিরে হাবড়ার নালন্দা মোড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে হাবড়া পুরসভার সাফাই কর্মীরা। এই পরেই বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, "পুরসভা চলছে কিন্তু কেমন পরিষেবা মিলছে তা প্রমাণ হয়ে গেল। এটা কোন ধরনের রাজনীতি"।

দক্ষিণেশ্বর কালীঘাট মন্দিরে শাহর স্ত্রী ও পুত্রবধূ

কলকাতা,৩০ মার্চ(হি স): একুশের নির্বাচনের হটস্পট নন্দীগ্রাম। একদিকে নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূলের হয়ে লড়ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে নন্দীগ্রাম থেকে বিজেপির হয়ে লড়ছে শুভেন্দু অধিকারী। আর আজ মঙ্গলবার শুভেন্দু অধিকারীর জন্য রোড শো করতে নন্দীগ্রামে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অন্যদিকে দক্ষিণেশ্বর কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন অমিত শাহর স্ত্রী ও পুত্রবধূ। ইতিমধ্যেই প্রথম দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির নজর দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ পর্বে। এরই মাঝে আজই রাজ্যে দ্বিতীয় দফা ভোটের

স্বর্গে দুর্গা পুজো

পার্থময় চ্যাটার্জি

গল্পটার শুরুতেই বলি যে যেই জায়গাটার কথা আজ আমি তুলে ধরছি সেই খানে আমি প্রতি বছর একরাত্রের জন্যে হলেও যাই। আমি যাই এক রাত্রের নাম করে কিন্তু দু-তিন রাত না কাটিয়ে ফেরা হয় না। এবারেও ফেব্রুয়ারী মাসে ঝান্ডি, কোলাখাম, লাভা আর লোলেগাঁও যাবার প্রস্তুতি নিয়ে ফোর্ড ফিগো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাড়ি থেকে রাত আটটায় বেরিয়ে জাতীয় সড়ক দুই ধরে তারপর পানাগড় দার্জিলিং মোর থেকে রামপুরহাট হয়ে মোরগ্রাম। জাতীয় সড়ক ধরে সোজা গজলডোবা পেরিয়ে মালবাজার মোটালি হয়ে চেইল নদী টপকে সোজা ৬০০০ ফুট উচুতে রূপের ডালি সাজিয়ে বসে থাকা ঝান্ডি পাহাড়িয়া গ্রামে পৌছালাম। সময় লাগলো ১৯ ঘণ্টা বাড়ি থেকে দূরত্ব ৭০৯ কিলোমিটার। রাত্রেড্রাইভ করাতে সময় একটু কম লেগেছে। রাস্তায় অবস্থা ৩০ শতাংশ খারাপ পেয়েছি। যাইহোক দুপুরে এই ঠাণ্ডায় আর ভাত খেলাম না পরোটা আর আলুর দম খেয়ে রিসর্টের ভিউ পয়েন্ট দখল করলাম আমরা আটজনের দল।

সূর্য বহু নিচে জঙ্গলে আশ্রয় খুচ্ছে। তিস্তা জলঢাকা, মাল নদীগুলোকে এই উপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে টলিনালা।

ঝান্ডির সুনাম এর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রূপে। খ্যাতি আছে। বহু নিচে ওই জঙ্গলে সূর্য আশ্রয় নেয় আর পুরো তরাই সবুজের সাতে গেরুয়া মেখে থাকে। আর মাথার উপর নীল সাদা আকাশ সূর্যের ক্ষমতা হারিয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে মনে হয়। ঝান্ডি পাহাড়টা একটা জঙ্গল নিয়ে। পাখিদের স্বাধীন দেশ এটাকে বলে। প্রচণ্ড বাতাস সাথে ছুঁচ ফোটানো ঠাণ্ডা। থাকার সব থেকে ভালো জায়গাটিকে বলে ঝাড়ি ইকো হাট। বেশ কয়েক বিঘা জমির উপর ছোট ছোট কাঠের ও কাঁচের বাড়ি, একতলায় দুটো দোতলায় একটা করে ঘর। চা

বাগান , আর নানা ফুলে ঢেকে আছে এই সুন্দর কাঁচের স্বর্গটাকে। খাওয়া দাওয়া ৫০০টাকা, চার বেলা পেট চুক্তি প্রতি জনের। থাকা খরচ ১৫০০ থেকে ২৫০০ তিনজন থাকতে পারা যায়। সন্ধ্যায় বিশাল বড় খাবার জায়গায় কফি আর পকোড়া খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছি তখনই ওদের মুখে শুনলাম যে এই বছর প্রথম এই ঝান্ডি গ্রামে দুর্গা পুজো হবে। আয়োজন এই ইকো হাটের মালিকজন। এখন থেকেই পুজোর প্যাকেজ বুকিং চলছে। প্রচুর প্ল্যান, প্রচুর কর্মসূচি নিয়ে কাজ এগোচ্ছে। একটা অসাধারণ কিছু হতে চলেছে এই মিষ্টি পাহাড় টাতে তা টের পেলাম। কালিম্পং জেলার এখন একটা বেশ ভালো পর্যটনের ঠিকানা ঝান্ডি পাহাড়। আহা, ভাবুন একবার ২০২১ এর পুজোয় এবার ঝান্ডি পাহাড়ে ভোরবেলার দৃশ্য। কাঞ্চনজঙ্ঘার পেছন থেকে ধীরে ধীরে সূর্য উঠছে, বাতাসে ধুনোর গন্ধ, মাইকে চণ্ডী পাঠ হচ্ছে আর সারাদিন ধরে ঢাকের আওয়াজ। মন প্রাণ জুড়িয়ে দেবে একেবারে। মায়ের ভোগের খিচুড়ি, সাথে যদি থাকে লুচি ছোলার জোল সমতে বেগুন ভাজা, বা রাত্রে পাঠার মাংস আর লুচি। আহা, বাংলার বাঙালিয়ানা এক অজ পাহাড়ী গ্রামে বসে পাবো। সন্ধ্যায় ধুনুচি নাচ, শঙ্খ বাজানোর প্রতিযোগিতা, পর্যটকদের মধ্যে থেকে গান কবিতা উপস্থিত করা এই গুলো নিয়েই তো বাঙালির প্রবাসী দুর্গাপুজো মেতে থাকে।

এবার আসছি কেনো আমি যাই বারে বারে ঝান্ডি পাহাড়ে। আমি যাই গ্রীষ্মে শীতলতা নিতে। বর্ষায় সজীবতা পেতে । শরৎ কালে যাই নীল দূষণ মুক্ত আকাশে সাদা মেঘের ভেলা চড়তে। হেমন্তে যাই কাঞ্চনজঙ্ঘার উন্মুক্ত রূপ দেখতে। শীতে যাই কুয়াশা জড়ানো পাহাড়ি পথে হারিয়ে যেতে আর বসন্তে যাই পাখিদের গান শুনতে । মানুষের মন আর প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনশীল। প্রকৃতির যেমন ছয় ঋতু তেমনি তার ছয় রূপ।

আর এখান থেকে দেখতে যাবেন ঝান্ডি ফোর্ট, ঝান্ডি চা বাগান, ফাফরক্ষেতি, কুয়াপানি, ছাঙে ফলস, কোলাখাম, এছাড়া লাভা, লোলেগাঁও রেশন নামক পাগল করা রূপসী জায়গা গুলো।

গরুবাথান হয়ে যে পথটা লাভা হয়ে কালিম্পং ঢুকেছে এটাকে আমি বলি গাড়ি প্রেমিক ও চালকদের কাছে এটা স্বর্গ রাজ্য মানে যারা গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন তাদের কাছে। পুজোয় এবার তাই পাহাড়ি পুজোর আমন্ত্রণ রইলো। এই পাহাড়ি গ্রামের আমি দিওয়ালি দেখেছি, লক্ষ্মী পুজো দেখেছি, ভাই ফোনটা দেখেছি। ভীষণ নিষ্ঠা নিয়ে এরা এদের এই সব উৎসব গুলো পালন করে। তবে আমাদের বাঙালিদের আর এদের রীতি রেওয়াজ একটু আলাদা। অদ্ভুত ভক্ত ও আন্তরিকতা আছে এদের পূজা ও ঈশ্বর প্রার্থনা তো। ছোট ছোট পেতলের কলসিতে নানা ফুল দিয়ে সাজিয়ে সারা বাড়িতে প্রতিটা দরজার দুধারে ও সিঁড়ির দুই পাশে সাজিয়ে রাখে।

এইবার তাই আমি ও আমার বেশ কিছু বন্ধু দল বেঁধে ঝান্ডি পাহাড় যাবো দুর্গা পুজো দেখতে।

এইবার তাই আমি ও আমার বেশ কিছু বন্ধু দল বেঁধে ঝান্ডি পাহাড় যাবো দুর্গা পুজো দেখতে।

শিয়ালদাহ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা চেপে মালবাজার স্টেশনে নেমে হোটেলের পৌঁছে যেতে পারেন এই ঝান্ডি। সময় লাগবে ঘন্টা দেড়েক। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গাড়িতে ঝান্ডি ঘণ্টা তিনকে লাগবে বাড়া পড়বে সাড়ে তিন হাজার টাকা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

গণতন্ত্রের দাবিতে বিমান ছিনতাই

সুমন ভট্টাচার্য

সো মাইনিট এখন কোথায়? তিনি কি আবার কলকাতায়? তিনি কি ভারতে? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনও গোপন আস্তানা থেকে চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর 'মিজিমা নিউজ নেটওয়ার্ক'? ২০০৭ সালেই ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট যাঁকে 'ফ্রি মিডিয়া পায়োনিয়ার অ্যাওয়ার্ড' দিয়েছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই সেলেব সাংবাদিক সম্পাদক কোথায় থেকে চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের লড়াই?

সো মাইনিট-কে হয়তো আমরা অনেকে চিনি না, কিন্তু একটা ঘটনার কথা বললেই বোঝা যাবে এই কলকাতা শহরের সঙ্গে কীভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে মায়ানমারের এই সাংবাদিকের জীবন, গণতন্ত্রের স্বার্থে তাঁর লড়াইয়ের আখ্যান। ১৯৯০ সালের ১০ নভেম্বর বিশ্বকে চমকে দিয়ে তাই এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ছিনতাই করে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন তৎকালীন বার্মার দুই ছাত্র। বিমানটির যাওয়ার কথা ছিল তাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্কক থেকে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন। তখনও বার্মা 'মায়ানমার' হয়নি। ১৯৮৮ সালেই বার্মার সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। নির্বাচনে জিতে আসা রাজনৈতিক দলরে হাতে ক্ষমতা অর্পণে রাজি ছিল না সে-দেশের সেনাবাহিনী। বরং উত্তাল জনবিক্ষোভ আর ছাত্র আন্দোলন দমন করা হয় নিষ্ঠুরভাবে। ঠিক সেই সময়, ১৯৯০ সালে, কলকাতা মহানগরীকে তাক লাগিয়ে দিয়ে তাই এয়ারলাইন্সের বিমান এবং ২০০-র বেশি যাত্রী-সহ দমদমে এসে নামে বার্মার ছাত্র আন্দোলনের দুই নেতা। রক্তপাতহীন ওই ছিনতাইয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন এই সো মাইনিট।

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক স্বপ্ন-দেখা তরুণ, যিনি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাই বিমান ছিনতাই করেছিএলন, তিনিই কীভাবে হয়ে উঠলেন পরবর্তী তিন দশক ধরে সেদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম মুখ, তা বোধহয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম সাহসী রূপকথা। সো মাইনিট পরে দেশে-বিদেশে, ইউরোপে-আমেরিকায় অসংখ্য সাক্ষাৎকারে বারবার বলেছেন, ১৯৯০-এর ওই নভেম্বর মাসের আগে তিনি বা তাঁর বন্ধু কোনও দিন বিমানে চড়েননি। তাই পাইলটকে ছিনতাইয়ের কথা জানানোর জন্য ককপিটে যাওয়ার বদলে ভুল দিকে গিয়ে দরজা খুলে ওয়াশ রুমে ঢুকে গিয়েছিলেন। আর, তাঁর সঙ্গীর তো যেটাকে 'বোমা' বলে দেখিয়ে ভয় দেখানোর কথা ছিল, সেটাই ভুল করে যাত্রীদের সামনে বিমানের মেঝেতে ফেলে দিয়েছিলেন। সবাই বুঝে গিয়েছিলেন, এই দুই ছাত্র আদতেই নিরীহ। এই বিমানটিকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিশ্বের সামনে কিছু বলতে চাইছে। সো মাইনিটের কথায় 'ওই তাই বিমানের অধিকাংশ যাত্রীই বার্মার নাগরিক ছিলেন। তাই ওঁরা যদি চাইতেন আমাদের ধরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তার বদলে, ওঁরা আমাদের সহযোগিতাই করেছিলেন।

যদি কেউ পরের দিনের অর্থাৎ ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসের 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' বা 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর বিমান ছিনতাইয়ের খবরটি বড়েন, তাহলে দেখা যাবে, পৃথিবী বিস্মিত হয়েছিল এই রক্তপাতহীন বিমান ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে। সেদিনের পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্ত আন্তর্ঝাতিক সব সংবাদ সংস্থাকে বলেছিলেন, ওই দুই তরুণ সব যাত্রীকে নিঃশর্তে মুক্তি দিয়েছিলেন। সো মাইনিট বারবার বলেছেন, আমাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের দেশ বার্মায় কী হচ্ছে তা অন্য দেশগুলিকে জানানো। তাই আমরা ছেয়েছিলাম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে। কলকাতায় পৌঁছে যখন দেখলাম, সব সাংবাদিক আমাদের অপেক্ষায়, তখনই বুঝেছিলাম আমাদের উদ্দেশ্য সফল। বিমান ছিনতাইয়ের অপরোধে যে সারা জীবন জেলে থাকতে হতে পারে, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র সেটা জানতেন। কিন্তু জেল কিংবা ফাঁসি, মায়ানমারের সো মাইনিট এবং তাঁর সঙ্গীকে ভারত তাই মায়ানমারের সামরিক প্রশাসনের হাতে তুলে দেয়নি। মায়ানমারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ইউ নু-র কন্যা থান থান নু এই দুই ছিনতাইকারী ছাত্রকে মুক্তি দেওয়ার জন্য লড়াই চালিয়েছেন। এজন্যই বলেছিলাম, সো মাইনিটের জীবনের সঙ্গে, তাঁর লড়াইয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কলকাতা শহর।

তাঁর মুক্তির জন্য দাবি জানিয়ে লেখা চিঠিতে লক্ষ্মী সায়গল লিখেছিনে, ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে যখন সুভাষচন্দ্র বসু লড়ছিলেন এবং 'আজাগ হিন্দ ফৌজ' নিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে

> সো মাইনিট ও তাঁর সঙ্গীর মুক্তির সমর্থনে লক্ষ্মী সায়গল লিখেছিলেন, ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে যখন সুভাষচন্দ্র বসু লড়ছিলেন এবং 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছিলেন, তখন বার্মার মানুষ কীভাবে সাহায্য করেছিলে, তা প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে রাখা উচিত

গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের বিশ্বাস অথবা জেদে চিড় ধরাতে পারেনি। ভারতের ৩০ জন সাংসদের সই করা আবেদনপত্রের কারণে অবশ্য তখন ভারতের গণতান্ত্রপ্রিয় মানুষেরও সেই আন্দোলনকে সমর্থন করা উচিত। ভারতের রাজনীতিক কিংবা সমাজ-কর্মীদের কাছ থেকে এই সমর্থন পাবেন জেনেই সো মাইনিট অন্য অনেকের মতো আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রায় নিয়ে চলে যাননি। ভারতে থেকেছেন, এখানেই বিয়ে করেছেন, 'মিজিমা নিউস সার্ভিস' তৈরি করে মায়ানমারের নিজস্ব নেওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে সে-দেশের খবর বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ২০০৪ সালে তিনি বিমান ছিনতাইয়ের মামলা থেকে কলকাতার আদালতে 'নির্দোষ' সাব্যস্ত হন ও মুক্তি পান।

২২ বছর ভারতে কাটানোর পর ২০১২ সালে সো মাইনিট যখন মায়ানমারে ফিরে যান, তখন সেখানে সু চি-র দলের শাসন। কিন্তু সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ঢিলে হয়ে যায়নি। তাই আস্তে আস্তে মায়ানমারে যেমন আইনি লড়াই লড়েছেন, তেমনই নিজের সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তৈরি করেছেন ডিজিটাল সংবাদপত্র, বাজারে এনেছেন বাণিজ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা, 'মিজিমা নিউজ নেটওয়ার্ক'-এর মাধ্যমে চালিয়েছেন স্থানীয় এবং ইংরেজি ভাষায় পোর্টাল। ২০১৭ সালে যখন সো মাইনিট-কে টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স দেওয়া হয়, তখন বোধহয় গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সো মাইনিটের জীবনসংগ্রামের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছিল।

ভুল বললাম। আসলে আমাদের ই তৃতীয় বিশ্বে, কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোনও গল্পেরই শেষ থাকে না। তাই ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি যেদিন মায়ানমারে সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনকে অস্বীকার করে ফের সামরিক শাসন শুরু হল, সেদিন আবার সো মাইনিট এবং তাঁর নিউজ নেটওয়ার্কের উপর আঘাত নামে। সেনাবাহিনী শুধু তাঁর সংবাদমাধ্যমের দফতর বন্ধ করে দেয়নি, ভাঙচুর করে সব গুঁড়িয়েও দিয়েছে। মায়ানমারে রসামরিক প্রশাসন যখন পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে নয়ের দশকের সেই আগুনে ছাত্রনেতাকে, তখন তিনি কোথায়?

মায়ানমারে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আর এক লড়াকু সৈনিক, কবি কা জা উইন-কে চরতরে চুপ করিয়ে দিয়েছে সেনাবাহিনীর 'স্নাইপার' রাইফেলের গুলি। তবে 'মিজিমা নিউজ নেটওয়াক' এখনও চলছে। সাংবাদিকরা বিভিন্ন গোপন ডেরা থেকে খবর পাঠিয়ে চলেছেন কীভাবে সেদেশে সামরিক বাহিনী গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালাচ্ছে। হাজারে হাজারে মানুষকে জেলে ভরছে। এসব মনে করিয়ে দিয়ে সো মাইনিট কোনও গোপন জায়গা থেকে পাঠানো তাঁর বার্তায় বলেছেন, যে কোনও মুহূর্তে বন্দুকেরগুলি আমাকেও চুপ করিয়ে দিকে পারে। কিন্তু তাতে গণতন্ত্রে জন্য মায়ানমারবাসীর আন্দোলন বা প্রতিবাদ থেকে থাকবে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ এগিয়ে আসুক মায়ানমারে গণতন্ত্র ফেরানোর দাবিকে সমর্থন করতে। দক্ষিণ আমেরিকায় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে অনেক দুরন্ত উপাখ্যান রচিত হয়েছে। আমরাও গোগ্রাসে গিলেছি। 'চিলিতে গোপনে'-র মতো বই। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যখন গণতন্ত্র চ্যালেঞ্জর মুকে, যখন মায়ানমারের মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে, তখন সো মাইনিটের বার্তার তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারছি তো?

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বনমালীপুরে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার। ছবি ঃ নিজস্ব

বরাক, ব্রহ্মপুত্র, পাহাড় ও সমতল - এক সুতায় গেথে এগিয়ে যেতে চায় বিজেপি : মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ মার্চ (হি.স.) : বরাক, ব্রহ্মপুত্র, পাহাড় ও সমতল - এক সুতায় গেথে এগিয়ে যেতে চায় বিজেপি। যেখানে বিভেদের হবে না কোন স্থান, উন্নয়ন হবে সমান। আজ মঙ্গলবার উত্তর করিমগঞ্জ-এ বিজেপি প্রার্থী ডা: মানস দাস-র সমর্থনে শেষ মুহুর্তে-র নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলে দৃঢ়তার সাথে এ-কথা বলেন অসম-র মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এদিন তিনি দাবি করেন, গত পাঁচ বছরে অসম-এ একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। সুশাসন অসমবাসী-কে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দিচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র জনকল্যানকামী নীতি-র জন্য অসম-এ চারিদিকে শান্তি ও সম্প্রীতি-র বাতাবরণ বিরাজ করছে।

এদিন তিনি দাবি করেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্রজোটের সরকার গত পাঁচ বছরে রাজ্যকে একটি সমৃদ্ধশালী রাজ্য হিসাবে সমগ্র দেশের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে বলে। ২০১৬ সালের নির্বাচনি প্রচারে বিজেপি দল রাজ্যের জনগনের সামনে যে সকল প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছিলো, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত এই সরকার প্রতিটি প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি মানেই হচ্ছে বিকাশ, সমন্বয় ও বিশ্বাস। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি জাতি, জনগোষ্ঠী ও লোক সংস্কৃতির সম্মান প্রদর্শন করা ছাড়াও রাজ্যের মহান মনীষীদের নামে পুরস্কার প্রদান করেছে এই সরকার। যার ফলে রাজ্যে প্রথমবারের মতো প্রতিটি সম্প্রদায় মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তৎসঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগনের অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। তাঁর কথায়, সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ ও সব-কা বিশ্বাসের নীতি আদর্শ নিয়ে চলা বিজেপি সরকার পুনরায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে, রাজ্যের প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর স্বাভিমান সুরক্ষিত থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিরোধীদের নিশানা করে বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী ৫৫ বছর কংগ্রেস দল শাসন ক্ষমতায় থেকে দেশকে শুধুই লুণ্ঠন করেছে। দেশে বসবাসরত জাতি জনগোষ্ঠী গুলোর মধ্যে আন্তরিকতা ও সদভাবনা গড়ে তুলতে পারেনি। বিভেদের রাজনীতি করে সংঘাতের মাধ্যমে দেশের জনগনের মধ্যে নিকৃষ্ট বিভাজনের নীতি প্রয়োগ করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করাই ছিলো কংগ্রেস দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠী তাঁদের উপযুক্ত মান, সম্মান, স্বাভিমান রক্ষা করার অধিকার পেয়েছে। এবারের নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী ডা: মানস দাসকে জয়ী করে উত্তর করিমগঞ্জের জনগনকে তাঁদের স্বাভিমান রক্ষা করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

তিনি জোর গলায় দাবি করেন, কংগ্রেস বরাক উপত্যকার জন্য কিছুই করেনি। কংগ্রেসের বঞ্চনার শিকার এই উপত্যকার মানুষ। তবে মাত্র পাঁচ বছরে এখানকার উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজেপি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। তাঁর মতে, এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বিজেপির বিধায়ক থাকা খুবই জরুরি। তাই দলীয় প্রার্থী ডা: মানস দাসকে আশীর্বাদ দিন। উন্নয়নের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী নিজের কাঁধে তুলে নেবেন বলেও আশ্বাস দেন। মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পানীয় জল প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

আজ সংখ্যালঘু মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের প্রত্যেক নাগরিক সুরক্ষিত রয়েছেন। সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ, সব-কা বিশ্বাস নীতিকে সফল করতে বিজেপি অঙ্গীকারবদ্ধ। শান্তি, সম্প্রীতি ও সুরক্ষা সহ জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে বিজেপি-ই একমাত্র বিকল্প, বলেন তিনি। তাই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, রাজ্যবাসীর সার্বিক সহযোগিতা পেয়ে বিজেপি দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় ফিরবেই। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, অরুণোদয় প্রকল্পের ৮৩০ টাকা আগামীতে বেড়ে তিন হাজার টাকা প্রতি মাসে হয়ে যাবে। কোন মানুষকেই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হবে না। ভুমিহীনদের জমির পাট্টা প্রদান সহ নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে বিজেপি।

তাঁর সাফ কথা, বিজেপি কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যায় হতে দেবে না। সবাইকে ন্যায় দিতে বিজেপি সরকার বদ্ধপরিকর। সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে চলাই দলের নীতি। তাই, বরাক, ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়, সমতলকে একসঙ্গে জুড়ে চলতে চায় বিজেপি। এক্ষেত্রে দল গত পাঁচ বছরের শাসনামলে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ৫৫ বছরে কংগ্রেস যা করতে পারেনি তা করে দেখিয়েছে বিজেপি। রাজ্যে সুশাসন কায়েম হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে সবাই সুরক্ষিত থাকবেন। তাঁর মতে, বিজেপি অসম-এ সরকার গঠন করবে, তাতে কোনো দ্বিমত নেই। তাই, এদিন ডা: মানস দাসের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়াও সমাজের কাজে তিনি নিয়োজিত। জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রার্থী ডা: মানস দাস, এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আশিস নাথ, অজয় ভট্টাচার্য, শহর মণ্ডল সভাপতি কিশোর দে, সঞ্জীব বণিক, উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, জেলা বিজেপির সহসভাপতি রবীন্দ্র দেব, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক, আইনজীবী বিপ্লব দেব, জেলা বিজেপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক নিশিকান্ত ভট্টাচার্য, জেলা যুব মোর্চার সভাপতি অমিত পাল, সরিষা-মহিষাশন মণ্ডলের সভানেত্রী শান্তা চৌধুরী, দেবদুলাল দাস, পাপ্পু কুরি, শুভ্র প্রকাশ দেব প্রমুখ। এদিনের মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনি জনসভা সঞ্চালনা করেন উত্তর করিমগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি পাপলু দেব।

কোভিড-আক্রান্ত ফারুক আবদুল্লা দ্রুত সুস্থতা কামনা প্রধানমন্ত্রীর

শ্রীনগর ও নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রেসিডেন্ট ফারুক আবদুল্লা। মঙ্গলবার সকালে শ্রীনগরের সাংসদ ফারুক আবদুল্লার করোনা-আক্রান্ত হওয়ার খবরটি জানিয়েছেন ফারুকের ছেলে এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সহ-সভাপতি ওমর আবদুল্লা। ওমর আবদুল্লা টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমার বাবা করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃদু উপসর্গ দেখা যাচ্ছে।'

একইসঙ্গে টুইটে ওমর আবদুল্লার সংযোজন, 'যতক্ষন না পর্যন্ত টেস্ট করাচ্ছি, ততক্ষন আমি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সেলফ আইসোলেশনে থাকব। বিগত কিছু দিনে আমাদের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি, নিজেদের করোনা-পরীক্ষা নেবেন এবং সমস্ত ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।'

ফারুক আবদুল্লা করোনা-আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রীনগরের সাংসদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইট করে মোদী লিখেছেন, 'ফারুক আবদুল্লাজির সুস্বাস্থ্য ও দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। পাশাপাশি পরিবারের সকলের সুস্থতা কামনা করছি।'

সোপোরে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু বেড়ে ৩ নিরাপত্তায় খামতি মানলেন আইজিপি

শ্রীনগর, ৩০ মার্চ (হি.স.): চিকিৎসকদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না, মারা গেলেন জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে শহরে জঙ্গি হামলায় জখম পৌর কাউন্সিলর শামস উদ্দিন-পীর। ফলে জঙ্গি হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩। পাশাপাশি এই জঙ্গি হামলায় নিরাপত্তায় খামতি ছিল তা মেনে নিয়েছেন কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার। কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে সাসপেন্ড করা হয়েছে দু''জন পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার-সহ ৪ জনকে। আইজিপি জানিয়েছেন, 'পৌর চেয়ারম্যান বৈঠকের আগে পুলিশকে কিছু জানাননি। তাই অতিরিক্ত বাহিনীও মোতায়েন ছিল না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দু''জন পিএসও-সহ ৪ জন বন্ধুকধারী জওয়ান ছিলেন। কর্তব্যে গাফিলতির জন্য ৪ জনকেই সাসপেন্ড করা হয়েছে।' সোমবার দুপুরে সোপোরে টাউনে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান একজন পৌর কাউন্সিলর এবং একজন স্পেশাল পুলিশ অফিসার। জখম হয়েছিলেন আরও একজন কাউন্সিলর। শ্রীনগরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল জখম কাউন্সিলর শামস-উদ্দিন-পীরকে। কিন্তু, রাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। এদিক, সোপোরে টাউনে জঙ্গি হামলা প্রসঙ্গে আইজিপি জানিয়েছেন, নিরাপত্তায় অবশ্যই খামতি ছিল। এই হামলার ঘটনায় ৩ জন ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কারকে জেরা করার পর একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কেরলে হিংসার সংস্কৃতি বন্ধ করতে পারবে একমাত্র বিজেপিই : প্রধানমন্ত্রী

পালাক্কড়, ৩০ মার্চ (হি.স.): কেরলে একমাত্র বিজেপিই পারবে হিংসার সংস্কৃতি বন্ধ করতে। কেরলের পালাক্কড় থেকে কেরলবাসীকে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে এলডিএফ এবং ইউডিএফ-কে হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এলডিএফ এবং ইউডিএফ যদি আমাদের সংস্কৃতিকে অবমাননা করে, তাহলে আমরা কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করব না।' কেরলের পালাক্কড় বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী হলেন ''মেট্রোম্যান'' ই শ্রীধরণ। মঙ্গলবার ই শ্রীধরণের সমর্থনে পালাক্কড়ে নির্বাচনী জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'পালাক্কড়ে এসে আমি আনন্দিত ও মুগ্ধ। এখান থেকেই কেরলে নিজের প্রথম জনসভার সূচনা করছি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জন্য আপনাদের আশীর্বাদ নিতে এসেছি আমি। আমি এখানে এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছি, যা কেরলের বর্তমান পরিস্থিতির থেকে ভিন্ন। বিগত কয়েক বছরে কেরলের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এই পরিবর্তন যুবকদের আকাঙ্খিত, বিশেষ করে প্রথমবার যাঁরা ভোটার হয়েছেন। কেরলের জন্য বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি হল এগিয়ে যাওয়া এবং উচ্চাভিলাষী। আর তাই রাজ্যের যুবকরা বিজেপিকে প্রকাশ্যেই সমর্থন করছেন, গোটা দেশে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।'

আগামী ৬ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ কেরলে, এদিন পালাক্কড়ের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কেরলের যুবসমাজ পরিবর্তন চাইছেন, বিজেপি সেই পরিবর্তনের আশ্বাস দিচ্ছে। ৬ এপ্রিল আপনারা যখন ভোট দেবেন, সুশাসন ও উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেবেন। এমন একটি সরকারকে ভোট দেবেন, যে সরকার শান্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা দেয়।' মোদী বলেন, 'গণতন্ত্রে আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু হিংসা কখনওই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের বহু কার্যকর্তা প্রাণ হারিয়েছেন। কেরলে বিজেপি সরকারই পারবে হিংসার সংস্কৃতি বন্ধ করতে। বামদলগুলি বহুবার কেরলের ক্ষমতায় এসেছে, কিন্তু তাঁদের নেতারা এখনও জুনিয়র স্তরের গুন্ডাদের মতো আচরণ করেন।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমি এলডিএফ এবং ইউডিএফ-কে বলতে চাই - আপনারা যদি আমাদের সংস্কৃতিকে অবমাননা করেন, তাহলে আমরা কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করব না।' প্রধানমন্ত্রী এদিন জানান, ''কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষকদের স্বার্থে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে আমাদের সরকার। যুব সমাজের ক্ষমতায়নই আমাদের সরকারের লক্ষ্য। কেরল ও পর্যটনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হল ইউডিএফ এবং এলডিএফ সেই লক্ষ্যে কিছুই করেনি।' কেরলে ফাস্ট উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর কথায়, 'ফাস্ট মানে আমি বলতে চেয়েছি, মৎস্যজীবী ও সারের জন্য এফ। কৃষি এবং আয়ুর্বেদের জন্য এ। দক্ষতা বিকাশ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য এস এবং পর্যটন ও প্রযুক্তির জন্য টি।

নন্দীগ্রামে বিজেপি কর্মীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা

কলকাতা, ৩০ মার্চ (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে বিজেপি কর্মীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। নির্যাতিতা খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও খবর। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। সোমবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বয়াল ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেতুলবাড়ি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

হাতে মাত্র আর একদিন। তার পরেই নন্দীগ্রামে মহারণ। ভাগ্য নির্ধারিত হবে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর। এর মাঝেই এই ঘটনা ঘটল। পুহলিশের দাবি, জ্ঞান ফেরার পর পুলিশকে নির্যাতিতা জানিয়েছেন, ৭-৮জন দুষ্কৃতী এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তাঁরা সকলেই বহিরাগত, ওই গৃহবধূ ওই এলাকায় এদের কখনও দেখেননি। যে কোনও কারনেই হোক তাঁর স্বামীকে তাঁরা তৃণমূলকর্মী ভেবে নিয়েছিল। তার জেরেই তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁর হাত-পা মুখ বেঁধে তারও পর অত্যাচার চালায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, নির্যাতিতার স্বামী এলাকার সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ, বিজেপি করার 'অপরাধে' তাঁকে দীর্ঘদিন ধরেই হুমকি দিচ্ছিল দুষ্কৃতীরা। নির্যাতিতার স্বামী জানিয়েছেন, সোমবার সারাদিন তিনি নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন। বিকেলে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে দেখতে পাননি। ফোন করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এরপর খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ পর বাড়ির পিছনের খালের মধ্যে স্ত্রীকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে তাঁকে খাল থেকে তোলা হয়। দেখা যায়, মুখ ও পা বাঁধা অবস্থায় গলায় আঁচলের ফাঁস জড়িয়ে খালে ফেলে দিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। শরীরে ধর্ষণের একাধিক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি। রাতেই তাঁকে গুরুতর অবস্থায় প্রথমে রেয়াপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। নির্যাতিতার স্বামীর অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। অভিযোগ প্রসঙ্গে জেলা তৃণমূলের কো অর্ডিনেটর মামুদ হোসেন বলেন, "অভিযোগটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এসব অভিযোগের কোন সারবত্তা নেই। প্রকৃত তদন্তে সত্য ঘটনা উঠে আসবে।" জেলা তৃণমূলের সভাপতি সৌমেন মহাপাত্র জানান, "এখন যা হবে তাতেই বিজেপি তৃণমূলকে খুঁজে পাচ্ছে। এগুলো নিজেরাই করে তৃণমূলের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন।"

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সাংসদ দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, 'তৃণমূল নন্দীগ্রামে হেরে যাওয়ার আশঙ্কা করছে। তাই এরকম খুন ধর্ষণের রাজনীতি করে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। বহিরাগত নন্দীগ্রামে কেউ নেই। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে।" ঘটনাচক্রে আজই বিকাল ৫টার সময় দ্বিতীয় দফার নির্বাচনী প্রচারের সময়সীমা পার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক তার আগে এই ঘটনা নন্দীগ্রামের ভোটকে আরও উত্তেজনাময় করে তুলল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দ্বিতীয় দফায়ও কড়া নিরাপত্তা, শুধু নন্দীগ্রামেই থাকছে ২১ কোম্পানি আধাসেনা

কলকাতা, ৩০ মার্চ (হি.স.) : দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে কড়া নিরাপত্তার আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী ১ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ৩০টি আসনের জন্য ৬৫১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। আর এই দফার নজরকাড়া কেন্দ্র শুধু নন্দীগ্রামেই থাকছে ২১ কোম্পানি আধাসেনা।

আগামী ১ এপ্রিল বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ৩০ আসনে ভোটগ্রহণ রয়েছে। সেই ৩০টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ পর্বের জন্য মোতায়েন থাকবে ৬৫১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র নন্দীগ্রামেই থাকছে ২১ কোম্পানি আধাসেনা। দ্বিতীয় দফায় দুই জেলায় মোট ৬৫১ কোম্পানি আধাসেনা মোতায়েন থাকবে। এর মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরে ২১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, বাঁকুড়ায় ১৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, পূর্ব মেদিনীপুরে ১৯৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় থাকছে ৭২ কোম্পানি আধাসেনা। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, নির্বাচন পরবর্তী হিংসা রুখতে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে ছয় কোম্পানি করে বাহিনী থাকবে ভোটের পরেও।

দ্বিতীয় দফায় নন্দীগ্রামে মুখোমুখি লড়াই করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের এই হেভিওয়েট কেন্দ্রে নজর সবার। এই কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচারেই রয়েছে যথেষ্ট উত্তাপ। তাই ভোটের দিন এখানে বেশি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হচ্ছে বলে খবর। নজরকাড়া কেন্দ্র শুধু নন্দীগ্রামেই থাকছে ২১ কোম্পানি আধাসেনা। এই ২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে গোটা নন্দীগ্রাম মুড়ে ফেলা হবে বলে সূত্রের খবর।

প্রতিটি বুথকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দিয়ে। এমনকী নির্বাচনের আগের রাতে পেট্রোলিং বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পটাশপুর এবং কেশিয়াড়ির ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তাই রাতের দিকে নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সমন্বয়ে বাড়াতে হবে রাত পাহারা। সেক্টর অফিসে থাকা রাজ্য পুলিশ এবং কিউআরটি—তে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে আরও সমন্বয় বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাথরপ্রতিমায় প্রতিদ্বন্দ্বী তিন শিক্ষকের কে শেষ হাসি হাসবেন, তা জানতে অপেক্ষায় সবাই

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৩০ মার্চ (হি.স.): নদী-সমুদ্রে ঘিরে রাখা সুন্দরবনের জনপদ পাথরপ্রতিমা। বাম আমলে ছিল বামেদের শক্ত ঁাই। তৃণমূলের জমানায় ঘাসফুলের প্রায় নিশ্চিন্ত আসন। প্রায় বলছি এ কারণে, বিগত ভোটগুলোর অঙ্কের হিসাবে প্রতিপক্ষদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে তৃণমূল। ওই দলের গত দু'বারের বিধায়ক সমীর কুমার জানা এবারেও তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন। হ্যাটট্রিকের আশায় দিন গুনছেন। যদিও এলাকাবাসী জানতে চায় কংক্রিটের বাঁধ, জেটিঘাট হবে কবে?

তাঁর বয়স ৭০-এর ওপর। জন্ম এই পাথরপ্রথিতমাতেই, দীগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। এ কথার সঙ্গে সমীরবাবু হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানাতে ভুললেন না, ভারতসেরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিরোপা পেয়েছে এটি। বললেন, "১৯৭২ থেকে কংগ্রেস করতেন। ১৯৭৮-এ পঞ্চায়েত সমিতি তৈরি হলে প্রথম দুটি মেয়াদে সমিতির সদস্য, তার পরের মেয়াদে ('৮৮-'৯৩) উপপ্রধান। ১৯৯৮-এ তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে আমি দলের ব্লক সভাপতি।" জানালেন, ১৯৯৯-এর উপনির্বাচন, ২০০১ ও '০৬-এর ভোট উপর্যুপরি তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও তিনি জিততে পারেননি। সিপিএম-এর অত্যাচারে ২০১১ পর্যন্ত আমরা ১০ জন কর্মীকে হারিয়েছি। দেড়শ বাড়িতে আগুন ধরেছে। এলাকায় উন্নয়নের লেশমাত্র ছিল না। লাগাতার জনমত তৈরি করে এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিই।

কী ছিল, আর কী হয়েছে, তা বর্ণনা করতে গিয়ে জানান, উন্নয়নের মূল কাজটাই হয়েছে গত এক দশকে। কীভাবে ধাপে ধাপে সংগঠন তৈরি করে বামেদের হঠালেন, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে সমীরবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানালেন, "তা সত্ত্বেও নির্বাচনে ভাল ফলের চেষ্টায় বিন্দুমাত্র ফাঁক থাকছে না। এই তো সাতসকালে বেড়িয়ে সীতারামপুরে একপ্রস্থ জনসংযোগ সেরে এসেছি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন। বাড়িতে দুপুরের স্নানখাওয়ার পর প্রস্তুতি দেখভালে বেড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। বিশ্রামের জো নেই।' এক দিকে জীবন-জীবিকার রসদের সংস্থান, আবার একই সঙ্গে বিপর্যয়ের ইঙ্গিত পাথরপ্রতিমার মানুষের কাছে এ দুয়ের সমন্বয়সাধন একটা গুরুদায়িত্ব। বিপর্যয় ঘটেও বার বার। বুলবুল, আমপানের জোড়া ধাক্কা এখনও পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেননি পাথরপ্রতিমার মানুষ। সুরক্ষার জন্য তাঁরা চান পাকা বাঁধ। কিন্তু বছরের পর বছর কাটে, এক ভোট মিটে এসে পড়ে অন্য ভোট। নানা প্রতিশ্রুতির বান ডাকে। কিন্তু কাজের কাজ যে কী হয়, তার হিসেব আর চোখে দেখতে পান না দ্বীপভূমির মানুষ। অনেক সময়ে বিপদ ঘাড়ে নিয়েই ফেরিতে ওঠানামা করেন যাত্রীরা।

পাথরপ্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্রে নদী-সমুদ্র ঘেরা ১৫টি দ্বীপ রয়েছে। আমপানে জলোচ্ছাসে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার নদী ও সমুদ্র বাঁধ তছনছ হয়েছে। সব ভাঙন এখনও সারিয়ে তোলা যায়নি। আমপানের পরে তালিতাপ্পি দিয়ে কোনও মতে নোনা জল আটকানো গেলেও কংক্রিটের বাঁধ তৈরি না হওয়ায় পূর্ণিমা বা অমাবস্যার কটাল হলেই বাসিন্দাদের দুশ্চিন্তায় পড়েন। পাকা বাঁধ কেন এখনও সর্বত্র হল না, তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় শাসক দলের নেতাদের। আমপানে ক্ষতিপূরণ দুর্নীতি নিয়েও অভিযোগ ভুরি ভুরি। ২০০৯ সালে আয়লায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পাথরপ্রতিমা। সে সময়ে বাঁধ মেরামতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ টাকায় কাজ করতে না পেরে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা ফেরত চলে যায়। সে সব নিয়েও শাসক দলকে গঞ্জনা শুনতে হয়। সমীরবাবু অবশ্য কোনও গাফিলতির অভিযোগ মানে রাজি নন। বললেন, "এলাকার মানুষ জানেন আমরা কী কী করেছি।" কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হল নদীনালা ঘেরা দ্বীপে রয়েছে ৬০-৬৫টি জেটিঘাট। দীর্ঘ দিন সংস্কার হয়নি। আমপানের জেরে বেশ কিছু ঘাট ভেঙেও পড়েছে। কিছু ঘাটের সামনে চর পড়ে যাওয়ায় নদীতে ভাটা পড়লে হাঁটুসমান কাদা মাড়িয়ে নামাওঠা করতে হয়। অধিকাংশ ঘাটে পানীয় জল, শৌচালয় বা যাত্রী ছাউনির ব্যবস্থা নেই। যাত্রীদের খোলা আকাশের নীচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অচিন্ত্যনগর, ব্রজবল্লভপুর, জি প্লট-সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতে বহু গ্রামীণ রাস্তাঘাট মাটির থেকে গিয়েছে। বর্ষার সময়ে কাদা মাড়িয়ে যাতায়াত করতে হয়। আনাজ, পান ও মাছ উৎপাদন হয় এখানে। কিসান মান্ডি তৈরি হলেও হিমঘর না থাকায় চাষিরা সমস্যায় পড়েন। ২০১১-তে তৃণমূল প্রার্থী সমীর জানা প্রদত্ত ভোটের ৫২.৩৯ শতাংশ পেয়ে বিজয়ী হন। জানালেন, সেবার কংগ্রেস-তৃণমূল সমঝোতা হয়েছিল। সিপিএম ছিল দ্বিতীয় স্থানে ৪৪.২৮ শতাংশ পেয়ে। আর মাত্র ১.৯৫ শতাংশ পায় বিজেপি। ২০১৬-তে কংগ্রেস-সিপিএম সমঝোতা সত্ত্বেও তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে আমি পাই ১ লক্ষ ৭ হাজার ৫৯৫ ভোট। ৯৩ হাজার ৮০২ ভোট পায় কংগ্রেস আর বিজেপি পায় ৬ হাজার ৯৪২ ভোট। শতাংশের হিসাবে যথাক্রমে ৫১.২, ৪৪.৬ এবং ৩.৩। গত লোকসভা ভোটে পাথরপ্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রমোহন জাটুয়া বিজেপি-র প্রার্থীর চেয়ে প্রায় ৩৫ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন। এটাই আমাদের যথেষ্ঠ স্বস্তির কারণ। দ্বিতীয় নিশ্চিন্তি বিজেপি অথবা বাম-কংগ্রেসের কোনও সংগঠন নেই এখানে। কাজের নিরিখে মানুষ তৃণমূলকেই ভোট দেবে।

৩৮ বছর ছিলেন শিক্ষকতায় সমীরবাবু। এবারের ভোটে তাঁর দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীও জেতার ব্যাপারে আশাবাদী। ও

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্লাশ নির্বাচন

ব্লাশ যদি ত্বক উপযোগী না হয় তাহলে তা চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট করে। ব্লাশ মেইকআপের এমন একটা অংশ যা চেহারার মলিনভাব দূর করে ও তাৎক্ষনিকভাবে তারুণ্য ফুটিয়ে তোলে। তাই ত্বকের ধরন বুঝে ব্লাশ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্লাশ নির্বাচন করার উপায় সম্পর্কে জানানো হল। ফ্যাকাশে ত্বক: যাদের ত্বক ফ্যাকাশে সাদা তাদের জন্য পিচ ধর্মী ব্লাশ উপযোগী। কোমল আভা তৈরি করতে পাউডার-জাতীয় ব্লাশ ব্যবহার করা উচিত। হাইলাইটার ব্যবহার করতে না চাইলে শিমারযুক্ত ব্লাশ ব্যবহার করা ভালো। ফর্সা থেকে মাঝারি ত্বক (গোলাপিভাব): এই ধরনের ত্বকে হালকা গোলাপি রংয়ের ব্লাশ ভালো মানায়। এতে ত্বকের গোলাপিভাব আরও ফুটে ওঠে। ত্বকে ব্রোঞ্জার ব্যবহার করলে বা মাঝারি বর্ণের হলে অপেক্ষাকৃত গাঢ় গোলাপি ব্লাশ ব্যবহার করুন।

ফর্সা থেকে মাঝারি ত্বক (জলপাইভাব): জলপাইভাব বর্ণে অ্যাপ্রিকট রংয়ের ব্লাশ বেশ চমৎকার লাগে। এটা মুহূর্তেই ত্বকে উজ্জ্বলভাব বাড়ায় ও ত্বকের রং আরও ফুটিয়ে তোলে।

প্রাকৃতিক বর্ণ (গোলাপি ও জলপাইভাব): এই ধরনের ত্বকে প্রায় যেকোনো রংয়ের ব্লাশ দেখতেই ভালো লাগে। কারণ এতে গোলাপি ও জলপাইভাব দুটাই রয়েছে। উজ্জ্বল রং যেমন গোলাপি ও অ্যাপ্রিকট রংয়ের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে দেখতে ভালো লাগে। মাঝারি বর্ণ: বাদামি ধর্মী লালচে রংয়ের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে ভালো মানায়। কোরাল বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকের জন্য মানানসই। গাঢ় বর্ণ: লাল ও পাম বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে দেখতে ভালো লাগে। গায়ের রং গাঢ় হওয়ায় ত্বকে গাঢ় রংয়ের ব্লাশ ব্যবহার দেখতে বেশি প্রাকৃতিক লাগে। বেরি ও ফিউশা বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে মানায় ভালো।চোখের কালিমা ও বলিরেখা দূর করার ঘরোয়া উপায়

হিম বাতাস থেকে ত্বক রক্ষার পন্থা

কালেভদ্রে মুখে শীতল হাওয়ার পরশ ভালো লাগলেও ত্বকের জন্য তা মোটেই ভালো নয়।

বিশেষ করে যারা দুই চাকার বাহন চালান তাদের জন্য এই বাতাস অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঠাণ্ডা লাগার প্রবল সম্ভাবনা তো আছেই। সঙ্গে আছে ত্বকের ক্ষতি। ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস হিউস্টন'য়ের ম্যাকগোভেন মেডিকাল স্কুল এবং বেইলর কলেজ অফ মেডিসিন'য়ের অধ্যাপক এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ত্বক বিশেষজ্ঞ রজনি কান্তা স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "প্রবহমান হিম শীতল বাতাসে সাইকেল কিংবা মোটরসাইকেল চালানো, পাহাড়ে চড়া, দৌঁড়ানো, হাঁটাহাঁটি ইত্যাদির সময় দেখা দিতে 'উইন্ড বার্ন।"

কী এই উইন্ড বার্ন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ত্বক বিশেষজ্ঞ মেলিসা পিলিয়াঙ্গ বলেন, "ত্বকের বাহ্যিক অংশে বাতাসের কারণে হওয়া

ক্ষতিকে আমরা 'উইন্ড বার্ন' বলি। ত্বকের বাইরের অংশটি আসলে পুরো ত্বকের সুরক্ষা আস্তর হিসেবে কাজ করে। হিম শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আসলে এই আস্তরে থাকা 'ফ্যাটি লিপিড' ক্ষয়ে যায়, ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"

ডা. কান্তা বলেন, "এই অবস্থায় ত্বকে লালচেভাব, স্পর্শকাতরতা, চামড়া ওঠা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। নাক ও গালের ত্বক সবচাইতে বেশি ক্ষতির শিকার হয় এই পরিস্থিতিতে।"

রোদে পোড়ার সঙ্গে এর তফাৎটা অনুভবে। রোদে পোড়া হয় গরম, ফোলাভাব অনুভূত হয়। অন্যদিকে হিম বাতাসে ত্বকে সুঁচ ফোটানো বা টানটান ভাব অনুভূত হয়। সুবিধার দিক হল হিম বাতাসের এই ক্ষতি নিজ থেকেই সেরে যায় কয়েক দিনের মধ্যেই। তবে কোষ পর্যায়ে হওয়া ক্ষতিটা থেকে যেতে পারে স্থায়ীভাবে। ক্ষতি এড়ানোর উপায় নিউ ইয়র্ক'য়ের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালের 'ডার্মাটোলজি' বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জশুয়া জেইকনার বলেন, "শীতকালে ত্বকে যথাসম্ভব মৃদুমাত্রার সাবান বা অন্যান্য প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। 'এক্সফোলিয়েশন' কমিয়ে আনতে হবে অনেকটা, বন্ধ রাখতে পারলে ভালো, কারণ এতে ত্বক আরও বেশি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।এমন 'ময়েশ্চরাইজার' ব্যবহার করতে হবে যাতে আছে 'সেরামাইডস'। এটি ত্বকের কোষ পর্যায়ে সৃষ্টি হওয়া ফাটলগুলো পূরণ করে বাইরের সুরক্ষা আস্তরকে শক্তিশালী করবে।"

তিনি আরও বলেন, "ভালোমানের 'পেট্রোলিয়াম' ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে ঠোঁটের জন্য। ত্বকের এই অংশের জৈবিক সুরক্ষা সবচাইতে কম। ফলে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। এই প্রসাধনী সবসময়ই হাতের কাছে থাকা উচিত।"

"শীতের 'সান প্রটেকশন' জরুরি। 'মিনারেল সানস্ক্রিন' ব্যবহার করতে পারেন। এতে থাকবে 'জিঙ্ক অক্সাইড' কিংবা 'টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড' যা ত্বকের জন্য অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানের তুলনায় কোমল", বলেন জেইকনার।

ত্বকের ক্ষয় সারানোর উপায় ডা. জেইকনার বলেন, "ভালোমানের একটি 'ময়েশচারাইজার' হবে আপনার পরম বন্ধু। ঘন ক্রিম বা মলম ত্বকের ক্ষয়পূরণ করবে। নারিকেল তেল কিংবা 'করোডিয়াল ওটমিল' সমৃদ্ধ প্রসাধনী ত্বকের অস্বস্তি দূর করতে বেশ উপকারী হবে। তবে যেকোনো নতুন প্রসাধনী ব্যবহারের আগে তা সামান্য ব্যবহার করে পরীক্ষা করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।" "গরম পানিতে গোসল আরামের হলেও তা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলতে হবে। গরম পানিতে লম্বা গোসল ত্বকের আর্দতা দূর করে।" বলেন ডা. কান্তা। গা মুছেই শরীরের ময়েশচারাইজার মেখে নিতে হবে। হালকা ভেজা ত্বকের ময়েশচারাইজার মাখলে ত্বকের আর্দতা আটকে থাকে। ডা কান্তা আরও বলেন, ''নিয়মিত কোন প্রসাধনী ব্যবহার করছেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। 'অ্যান্টি-এইজিং ক্রিম' যাতে আছে 'রেটিনয়েড' কিংবা ব্রণের চিকিৎসার প্রসাধনী যাতে আছে 'বেনজয়েল পেরোক্সাইড' কিংবা 'স্যালিসাইলিক অ্যাসিড', এগুলো সবই ত্বকে অস্বস্তি বাড়াবে শীতকালে।"

চোখের চারপাশের কালচে দাগ হওয়ার কারণ

বয়স: 'ডার্ক সার্কেল' হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল বয়স। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চামড়া পাতলা হতে থাকে। আর একারণেই ত্বকের নিচের রক্তনালী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে চোখের চারপাশ কালচে দেখায়।

চোখের ওপর চাপ বৃদ্ধি: 'স্ক্রিন টাইম' অর্থাৎ মোবাইল ও কম্পিউটারের স্ক্রিনে বেশি সময় কাটানো চোখের ওপর চাপ বাড়ায়। ফলে চোখের চারপাশের রক্তনালী বড় হয়ে ওঠে। আর কালোভাব দেখা দেয়।

পানি শূন্যতা: চোখের চারপাশের কালচেভাব সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হল পানি শূন্যতা। শরীরে পর্যাপ্ত পানির অভাবে ত্বক মলিন ও কালচে হয়ে পড়ে।

'ডার্ক সারকেল' দূর করার ঘরোয়া উপায়

ঠাণ্ডা চাপ: রক্তনালী বিস্তৃত হওয়ার কারণে চোখের চারপাশ কালচে দেখায়। তাই, চোখে ঠাণ্ডা চাপ প্রয়োগ করা কালচেভাব দূর করতে সহায়তা করে।

শসা: শসা পাতলা করে কেটে নিন কিংবা মিহি কুচি করে রেফ্রিজারেইটরে ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা করে নিন। ঠান্ডা শসা আক্রান্ত স্থানে রেখে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। দিনে দুবার ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। ভিটামিন ই ও কাঠ বাদামের তেল: সমপরিমাণ কাঠ বাদামের তেল ও ভিটামিন ই মিশিয়ে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে চোখের চারপাশে 'ডার্ক সার্কেলে' মালিশ করুন। সকালে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত নিয়মিত ব্যবহার করুন।

টি ব্যাগ: দুটি টি ব্যাগ গরম পানিতে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। এরপর তা চোখের ওপরে রেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারে কালচেভাব দূর হবে।

টমেটো: টমেটো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা চোখের চারপাশের রংয়ের ভারসাম্যহীনতা কমায়। এক চা-চামচ টমেটোর রসের সঙ্গে এক চা-চামচ লেবুর রস মিশিয়ে চোখের চারপাশে ব্যবহার করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত টমেটোর রস পান করা যেতে পারে। কাঠ বাদামের তেল ও লেবুর রস: এক চা-চামচ কাঠ বাদামের তেলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে চোখের নিচের অংশে ব্যবহার করুন। চার পাঁচ মিনিট এই মিশ্রণ মালিশ করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

রাশিয়ার টিকা '৯২ শতাংশ কার্যকর'

শুরুতে বিতর্কের মধ্যে থাকা রাশিয়ার স্পুৎনিক ভি টিকা কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে ৯২ শতাংশের মতো সুরক্ষা দিচ্ছে, যা এর তৃতীয় ধাপের পরীক্ষামূলক প্রয়োগে উঠে এসেছে। বিশ্বখ্যাত মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই টিকা নিরাপদ বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং এটা ভাইরাস আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তি ও প্রাণহানি থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা দিতে সক্ষম। তৃতীয় ধাপের পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই রাশিয়া টিকাটি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়ায় তা নিয়ে বেশ সমালোচনা হয়েছিল। তবে এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্পুৎনিক ভি টিকার সুফল দেখা গেছে। ফাইজার, অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা, মর্ডানা ও জনসেনের মতো পরীক্ষিত টিকার তালিকায় স্পুৎনিক ভি এখন যুক্ত হচ্ছে বলে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়, যুক্তরাজ্যে উদ্ভাবিত অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা এবং বেলজিয়ামে উৎপাদিত জনসেনের টিকার মতো একইভাবে কাজ করে স্পুৎনিক ভি। এটা তৈরিতে ঠাণ্ডার জন্য দায়ী একটি ভাইরাস ব্যবহার করা হয়েছে। মানবদেহের ক্ষতি করতে পারবে না এমন একটি রূপ দেওয়া হয় সেটিকে। এরপর করোনাভাইরাসের ক্ষুদ্র একটি অংশ তার মাধ্যমে মানবদেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

কোভিড-১৯: অক্সফোর্ড ও স্পুৎনিক টিকার মিলিত ট্রায়ালের ঘোষণা এইভাবে করোনাভাইরাসের জেনেটিক কোড শনাক্ত করে মানবদেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয় এবং একে পরাস্ত করা শিখে নেয়। বড় ধরনের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি ছাড়াই এটা হয়ে থাকে।

টিকা নেওয়ার পরে শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করা শুরু করে, বিশেষত করোনাভাইরাসকে লক্ষ্য করেই এই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এর ফলে করোনাভাইরাস আক্রমণ করলে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায়।

রুশ এই টিকা ২ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়। ফলে এটা পরিবহন ও সংরক্ষণ করাও সহজ। দ্বিতীয় ডোজ ভিন্ন স্পুৎনিক ভি টিকাও দুই ডোজ দিতে হলেও এর প্রথম ডোজের চেয়ে দ্বিতীয় ডোজে সামান্য তফাৎ রয়েছে। প্রথম ডোজের ২১ দিন পর দ্বিতীয় ডোজ দিতে হয়। দুই ডোজই করোনাভাইরাসের নির্দিষ্ট 'স্পাইক' নিষ্ক্রিয় করতে কাজ করে। তবে সেগুলোতে ব্যবহার করা হয় আলাদা 'ভেক্টর'- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস যেটা মানবদেহে করোনাভাইরাসের ওই 'স্পাইক' বয়ে নিয়ে যায়। এর পেছনে কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, দুটি আলাদা ফর্মুলা একই ভার্সন দুইবার ব্যবহারের চেয়ে বেশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি এবং দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা দিতে পারে।

পরীক্ষায় কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পাশাপাশি এই টিকা নিরাপদ দেখা গেছে। টিকা গ্রহণকারীদের কারও গুরুতর কোনো পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। যে কোনো টিকারই কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে। এই টিকার যেসব পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা গেছে সেগুলো সাধারণত মৃদু। তার মধ্যে বাহুতে ব্যথা, ক্লান্তি বোধ এবং হালকা জ্বর জ্বর ভাব রয়েছে। টিকা গ্রহণকারীদের কেউ গুরুতর অসুস্থ বা কারও মৃত্যু হয়নি।

রাশিয়ার পাশাপাশি এই টিকা আর্জেন্টিনা, ফিলিস্তিন, ভেনেজুয়েলা, হাঙ্গেরি, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরানসহ কিছু দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ল্যানসেটের প্রতিবেদনের সঙ্গে এক মন্তব্যে অধ্যাপক ইয়ান জোনস ও পল্লী রয় বলেছেন, তড়িঘড়ি করা এবং স্বচ্ছতার ঘাটতির জন্য স্পুৎনিক ভি টিকা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। "তবে এখানে যে ফল প্রকাশ হয়েছে তা স্পষ্ট এবং টিকার বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতি প্রদর্শিত হয়েছে। অর্থাৎ আরেকটি টিকা এখন কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যুক্ত হতে পারে।" এই টিকা সব বয়সীদের ক্ষেত্রে কার্যকর এবং প্রথম ডোজের পরেই কোভিড-১৯ এর তীব্রতা কমিয়ে দেওয়ার মতো বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তারা। টিকাটির সরবরাহ কম হলেও এই বিষয়গুলো আশাব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করেছেন তারা। গত অগাস্টে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে রাশিয়া তাদের তৈরি করোনাভাইরাসের টিকা ব্যবহারের অনুমতি দেয়। মস্কোর গামালিয়া ইনস্টিটিউটের তৈরি করা ওই টিকার নাম দেওয়া হয় স্নায়ুযুদ্ধকালে যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দিয়ে রাশিয়ার তৈরি করা মহাকাশ যান স্পুৎনিক-১ এর নামে। মানুষের ওপর দুই মাসেরও কম সময় পরীক্ষা চালানোর পর চূড়ান্ত পরীক্ষার আগেই ওই টিকার অনুমোদন দেওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

করোনাভাইরাসের অ্যান্টিবডি 'স্বল্পস্থায়ী': গবেষণা

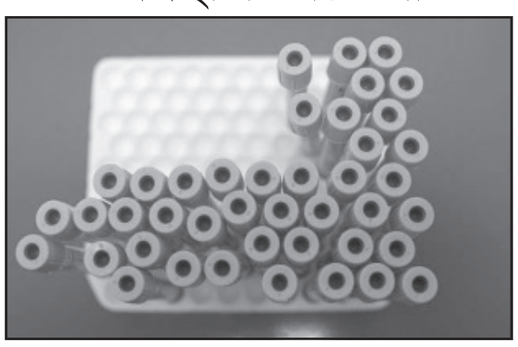

করোনাভাইরাস মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রশ্নটি বিজ্ঞানীদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভাইরাসে সংক্রমিত সবার শরীরেই কি অ্যান্টিবডি তৈরি হয়? আর যদি হয়ও, সেটি কত দিন স্থায়ী হয়?

নেচার মেডিসিনে গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত একটি গবেষণা নিবন্ধে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় শরীরে তৈরি অ্যান্টিবডি বা প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন কেবল দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে; বিশেষত এমন ব্যক্তিদের মধ্যে, যারা আক্রান্ত হলেও কোনো উপসর্গ প্রকাশ পায়নি।এর মানে এই নয় যে এই মানুষগুলো দ্বিতীয়বারের মতো আক্রান্ত হতে পারেন। কারণ বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, স্বল্প মাত্রার শক্তিশালী অ্যান্টিবডি তৈরি হলেও তা ভবিষ্যতে সুরক্ষা দিতে পারে। আর অ্যান্টিবডি ছাড়াও ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় আছে 'টি সেল' ও 'বি সেল'।

ইইউতে অনুমোদন পেল অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের উপর অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিড টিকা প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে ইইউ ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

অ্যাংলো-সুইডিশ কোম্পানিটি ইইউ দেশগুলোর এ জোটকে দেওয়া টিকা সরবরাহের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে কিনা এমন বিতণ্ডার মধ্যেই এ পদক্ষেপের খবর দিল বিবিসি।

চুক্তির লঙ্ঘন হয়েছে- এমনটা দেখানোর আশায় এই ওষুধ প্রস্তুতকারকের সঙ্গে হওয়া চুক্তি প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় কমিশন।

ইইউতে থাকা একটি কারখানায় সমস্যার কারণে টিকার সরবরাহ কমে যাবে বলে গত সপ্তাহে জানিয়েছিল অ্যাস্ট্রাজেনেকা।

ইউরোপীয়ান কমিশন প্রধান উরসুলা ভন ডার লিয়েন শুক্রবার জার্মান রেডিওকে বলেন, অগাস্টে সম্পাদিত ওই চুক্তির মধ্যে 'আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক আদেশ' ছিল।

হাতের চামড়ায় ভাঁজ? রয়েছে সহজ সমাধান

সাধারণ কিছু পন্থা অবলম্বনে ত্বকে ভাঁজ পড়া প্রতিরোধ করা না গেলেও কমানো যায়। মুখের মতো হাতের ত্বকও সৌন্দর্য প্রকাশে অবদান রাখে। বলিরেখা ও শুষ্কভাব হাতের সৌন্দর্য নষ্ট করে। তাছাড়া বয়সের কারণেও ত্বকে দেখা দেয় ভাঁজ। এই সমস্যা কমিয়ে রাখা যায় সাধারণ কিছু পন্থায়।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে হাতের ত্বক সুন্দর রাখার উপায় সম্পর্কে জানান হল। পর্যাপ্ত পানি পান: পানি পরম বন্ধু! পানি শূন্যতা ত্বককে শুষ্ক করে ফেলে ও হাতে বলিরেখা ফুটে ওঠে। তাই নিজেকে আর্দ রাখতে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। সানব্লক: অনেকেই কেবল মুখে সানব্লক ব্যবহার করেন। মনে রাখতে হবে মুখের মতো শরীরের অন্যান্য অংশ যা রোদে উন্মুক্ত থাকে তাতেও সানব্লক ব্যবহার করা দরকার। সাধারণত, মুখের মতো হাতও রোদে উন্মুক্ত থাকে। তাই বাইরে যাওয়ার ২০ মিনিট আগে এসপিএফ ৩০ সমৃদ্ধ সানব্লক ব্যবহার করা উচিত। আর প্রতি দুতিন ঘণ্টা পর পর তা পুনরায় ব্যবহার করতে হবে। সানব্লক ব্যবহারে অনেকের ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে 'ম্যাট ফিনিশিং' দেয় এমন সানব্লক বেছে নিতে হবে। অথবা সানব্লক ব্যবহারে পরে ত্বকে পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে, যেন তৈলাক্তভাব শুষে নেয়। মনে রাখা দরকার, আকাশ রোদেলা বা মেঘলা যেমনই থাকুকনা কেনো সানব্লক ব্যবহার বাদ দেওয়া যাবে না। হাতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার: ত্বক ভালো রাখতে ময়েশ্চারাইজারের বিকল্প নেই। অনেকেই মনে করেন তৈলাক্ত ত্বকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তৈলাক্ত ত্বকে মৃদু ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরী। মিশ্র ত্বকে খুব বেশি শুষ্ক অংশে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

রাতে সঠিক পরিচর্যা: রাতে মুখের ত্বক যত্ন নেওয়া হলেও অনেকেই হাতের ত্বকের যত্ন নেওয়ান বিষয়টাকে অবহেলা করেন। রাতে 'হ্যান্ড ক্রিম' বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করা উপকারী। এটা সারা রাত ত্বকে থেকে শোষিত হয় ও আর্দতা ধরে রাখে। হাতের ক্রিম নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্লাইকোল অ্যাসিড বা হ্যালোরনিক অ্যাসিড আছে কিনা দেখে বেছে নিতে পারেন।

স্যানিটাইজারের বদলে হাত ধোয়া: হাত পরিষ্কার রাখতে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা সহজ উপায়। তবে এটা হাত শুষ্ক করে ফেলে। তাই যদি সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটাই ব্যবহার করতে হবে। স্যানিটাইজার আর্দতা কেড়ে নিয়ে হাতকে শুষ্ক করে ফেলে। যে কারণে ত্বকে দেখা দিতে পারে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ। তাই হাত ধোয়ার পর অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

বলিরেখা দেখা দেওয়ার কারণ

বয়স ত্রিশের মাঝামাঝি বা এরপর থেকে চোখের নিচের বলিরেখা দৃশ্যমান হওয়া শুরু করে। বাইরে খুব বেশি সময় কাটানো হলে ত্রিশের আগেই তা ত্বকে ফুটে ওঠে। এই সমস্যা দূর করতে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা নিরাপদ।

অতিবেগুনি রশ্মি: সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে বাঁচানোর জন্য কোনো সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া না হলে এই অংশের কোলাজেন হ্রাস পেতে থাকে। এরফলে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ দৃশ্যমান হয়। পরিবেশগত দূষণ বলিরেখা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ। ধূমপান: ত্বকে অতিরিক্ত জারণের ফলে কোলাজেন ভেঙে যায় ও স্থিতিস্থাপকতা হারায়। তাই বলিরেখা দেখা দেয়। ধূমপান রক্তনালীকে সংকুচিত করে ফেলে ও রক্ত সঞ্চালনে বাধা দেয়। ফলে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উচ্চ শর্করা গ্রহণ: উচ্চ শর্করা ধরনের নিম্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ত্বকে দ্রুত বলিরেখা ও বয়সের ছাপ ফেলে। তাই খাবার গ্রহণে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

বলিরেখা কমাতে

অ্যালো ভেরা: অ্যালো ভেরা প্রাকৃতিক আরামদায়ক উপাদান সমৃদ্ধ। ত্বকে পাঁচ মিনিট অ্যালো ভেরা মালিশ করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। গবেষণা থেকে দেখা যায় এটা বলিরেখা কমায়, কোলাজেন বাড়ায় ও ত্বককে আর্দ রাখতে সহায়তা করে। কলার মাস্ক: একটা কলার চারভাগের এক অংশ মিহি পেস্ট করে নিন। এটা ত্বকে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন ও পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কলাতে

আছে প্রাকৃতিক তেল ও ভিটামিন যা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়াত করে।

ডিমের সাদা অংশ: একটা পাত্রে ডিমের সাদা অংশ নিয়ে তা ফেটে নিন। এটা ত্বকের বলিরেখা কমাতে সহায়তা করে। ত্বকে ডিমের সাদা অংশ ব্যবহার করে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এটা কোলাজেন বাড়ায় ও বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে। তবে অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

ভিটামিন সি: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, এটা ত্বকে কোলাজেন সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। ত্বকে ভিটামিন সি সিরাম ব্যবহার বলিরেখা কমায়। এটা ত্বককে আর্দ রাখতে ও প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। হলুদ ও নারিকেল তেল: এক চিমটি হলুদ ও এক চামচ নারিকেল তেল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। মিশ্রণটি চোখের চারপাশে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে ত্বকে কয়েক ফোঁটা কাঠ বাদামের তেল যোগ করতে পারেন। টক দই: আধা টেবিল-চামচ দইয়ের সঙ্গে গোলাপ জল ও মধু মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে মুখ ও চোখের চারপাশে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

সেবা দলের নেতৃত্ব প্রয়াত সুব্রত দেব-এর মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ছবি ঃ নিজস্ব

বাড়ছে করোনা, বাংলাদেশে দু সপ্তাহের জন্য বাড়ল যাত্রীবাহী বাসের ভাড়া

ঢাকা, ৩০ মার্চ (হি.স.) : করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে বাসভাড়া ৬০ শতাংশ বেড়ে গেল। বুধবার থেকে তা কার্যকর করা হচ্ছে বলে ঘোষণা করেছেন সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। আগামী দু'সপ্তাহ এই বর্ধিত ভাড়া দিয়ে বাসে যাতায়াত করতে হবে বাংলাদেশের বাসিন্দাদের। যদিও ভাড়া বাড়লেও বাসগুলোতে অর্ধেক আসন খালি রাখা হবে কি-না কিংবা স্বাস্থ্যবিধি কতটুকু মানা হবে তা নিয়ে উদ্বেগ আছে অনেকের মধ্যেই।

দ্বিতীয় ঢেউয়ে বাংলাদেশেও প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে করোনা। এই অবস্থায় সংক্রমণ রুখতে বাসগুলিতে অর্ধেক যাত্রী নিয়ে যাতায়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে দেশের সরকারের তরফে। সেই নির্দেশ পেয়েই মালিকরা দাবি তোলেন, ভাড়া বৃদ্ধি না করলে এই পরিস্থিতিতে এভাবে বাস পরিষেবা দেওয়া সম্ভব না। তাঁদের সেই দাবি মেনে এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করেই ভাড়া আপাতত ৬০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে বলে জানালেন মন্ত্রী।

করোনার দ্বিতীয় ধাক্কায় কাবু বাংলাদেশ। সংক্রমণ রুখতে নতুন করে নানা স্বাস্থ্যবিধি জারি করা হচ্ছে হাসিনা সরকারের তরফে। সোমবার সে দেশের গণপরিবহণে অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চলার নির্দেশিকা জারি করেছে সরকার। এরপর বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) সঙ্গে বৈঠকে বসে বাসমালিকরা ভাড়াবৃদ্ধির দাবি জানান। গত বছর করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর অর্ধেক যাত্রী নিয়ে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। দু'মাস সেভাবে চলেছিল গণপরিবহণ। তখনও বাসভাড়া ৬০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল।

চলতি বছরের মার্চ থেকে ফের কোভিড-১৯ সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সোমবার ১৮ দফা নির্দেশিকা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকার। এতে গণপরিবহণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং মোট আসনের মধ্যে অর্ধেকের বেশি যাত্রী পরিবহণ না করার কথা বলা হয়েছে। শারীরিক দূরত্ববিধি মেনে চলতে হলে আপাতত দু'সপ্তাহের জন্য গণপরিবহণে অর্ধেক আসন ফাঁকা রাখতে হবে। বিআরটিএ'র তরফে মালিক, শ্রমিকদের বাস ও মিনিবাসে চালক, সহকারী ও যাত্রীদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। বাসে রাখতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এসবের জন্য দ্বিতীয় দফায় আবার বাসভাড়া বাড়ানো হল। নিত্যযাত্রীদের এই বর্ধিত ভাড়া দিতে খানিকটা অসুবিধা হলেও সুরক্ষার স্বার্থে আপাতত এই সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন তাঁরা।

৬ এপ্রিল পর্যন্ত এনআইএ হেফাজত ছত্রধরের নিয়তির অভিযোগ পুরোটাই শুভেন্দুর চক্রান্ত

কলকাতা, ৩০ মার্চ (হি. স.) : রাজধানী এক্সপ্রেস পণবন্দি সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেফতার ছত্রধর মাহাতোকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত থাকতে হবে এনআইএ হেফাজতে। তাঁকে মঙ্গলবার এনআইএ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে এনআইএ বিশেষ আদালত।

গত রবিবার ভোরে লালগড়ের বাড়ি থেকে ছাত্রধর মাহাতোকে তুলে আনে এনআইএর ৪০ জনের একটি দল। অভিযোগ, বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে তাকে বাড়ি থেকে তুলে আনা হয়। স্ত্রী নিয়তি মাহাতোর অভিযোগ, গ্রেফতারের কোনও কাগজপত্র দেখানো হয়নি। বোঝা যায়নি ওরা পুলিশ নাকি বিজেপির লোক।

এনিয়ে ছত্রধরের আইনজীবী কৌশিক সিনহা রায় বলেন, ছত্রধরবাবুকে আজ আদালতে তোলা হয়েছিল। ওঁর জামিনের জন্য আবেদন করেছিলাম। আমাদের সব যুক্তি আদালতে পেশ করেছিলাম। অন্যদিকে, এনআইএ আবেদন করেছিল, তদন্তের জন্য আরও ১২ দিন হেফজতে চাই। দুপক্ষের আবেদন শুনে আদালত ছত্রধরকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত এনআইএ হেফাজতে রাখা নির্দেশ দিয়েছে।

ছত্রধর মাহাতোকে যেভাবে শারীরিক নির্যাতন করে রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে তুলে আনা হয়েছে সেই বিষয়টিও আদালতে জানানো হয়। অভিযোগ করা হয়, ছত্রধর মাহাতো একজন প্রভাবশালী মানুষ। সেই জন্যই এই ভোটের সময়ে তাঁকে আটক করে রাখা হচ্ছে। তাঁর দেহে আঘাত সম্পর্কেও আদালতে বলা হয়। এনআইএ হেফাজতে তাঁর উপরে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন যাতে না করা হয় তা খেয়াল রাখতে নির্দেশে দিয়েছে আদালত।

অন্যদিকে, ছত্রধরের গ্রেফতার নিয়ে তাঁর স্ত্রী নিয়তি মাহাতো বলেন, ছত্রধরের গ্রেফতার পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত। দশ বছর জেলে থাকার পর এনআইএ এতদিন মনে করল তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হবে। বিজেপি বুঝে গিয়েছে বাংলায় তারা ক্ষমতায় আসতে পারবে না। আমার স্বামী জঙ্গলমহলে যেভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন তাতে বিজেপি আশঙ্কিত। ভোর তিনটের সময়ে তাঁকে অপহরণের মতো করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোনও কাগজপত্র দেখেনি। বাড়িতে গোটা পরিবারের সামনে তাঁর উপরে নির্যাতন করা হয়েছে। গোটা বিষয়টি শুভেন্দু অধিকারীর চক্রান্ত। ও জানতো জঙ্গলমহলে ভোট শেষ হয়েছে এবার ছত্রধর নন্দীগ্রামে প্রচারে আসবে। তাই এসব করা হচ্ছে।

ফের উদ্ধার পিআইএ লেখা বিমানাকৃতির বেলুন, এবার পুঞ্চে

জম্মু, ৩০ মার্চ (হি.স.): ফের উদ্ধার হল "পিআইএ" লেখা বিমানাকৃতির বেলুন। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মেন্ধর এলাকার মানকোটে ব্লকে "পিআইএ" লেখা বিমান আকৃতির একটি বেলুন উদ্ধার করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। মানকোটে ব্লকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র একটি ক্যাম্পের কাছে মঙ্গলবার বিমানাকৃতির বেলুনটি মিলেছে বলে জানিয়েছেন মেন্ধরের এসডিপিও এ জাফরি।

"পিআইএ" অর্থাত পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স, বিমানাকৃতির সবুজ রঙের বেলুনটি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগেই, গত ১০ মার্চ জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরের সোত্রা চক গ্রামে একই ধরনের একটি বিমানাকৃতির বেলুন উদ্ধার করেছিল পুলিশ। হীরানগর সেক্টরের সোত্রা চক গ্রামে উড়ে এসেছিল বেলুনটি। তারপর গত ১৬ মার্চও এমন একটি বেলুন মিলেছিল জম্মুর ভালওয়াল এলাকায়। এবার পুঞ্চ জেলায় মিলল রহস্যজনক বিমানাকৃতির বেলুন।

দ্বিতীয় দফায় ৩৯টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে কোন প্রার্থী কোন আসনে

গুয়াহাটি, ৩০ মার্চ(হি.স.) : ২১-এর অসম বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার সরব প্রচার আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টায় সমাপ্ত হয়েছে। আগামী ১ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে ১৩টি জেলার ৩৯টি আসনে মোট ৭৩, ৪৪,৬৩১ ভোটার ৩৪৫ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। প্রথম দফায় ৩৯টি কেন্দ্রে যে সকল দল ও প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা যথাক্রমে

করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ১ নম্বর রাতাবাড়ি (তফশিলি জাতি সংরক্ষিত) আসনে বিজেপির বিজয় মালাকার এবং কংগ্রেসের শম্ভুসিং মালাহ,

২ নম্বর পাথারকান্দিতে বিজেপির কৃষ্ণেন্দু পাল এবং কংগ্রেস মহাজোটের কংগ্রেস প্রার্থী শচিন সাহু,

৩ নম্বর উত্তর করিমগঞ্জে বিজেপির ডা. মানস দাস এবং কংগ্রেসের কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ,

৪ নম্বর দক্ষিণ করিমগঞ্জে বিজেপি মিত্রজোটের অগপ প্রার্থী আজিজ আহমেদ খান, কংগ্রেসের সিদ্দেক আহমেদ,

৫ নম্বর বদরপুরে বিজেপি প্রার্থী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, এআইইউডিএফ-র আব্দুল আজিজ এবং এজেপি-র সাহাব উদ্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত ৬ নম্বর হাইলাকান্দি আসনে বিজেপি প্রার্থী মিলন দাস, এআইডিইউএফ-র জাকির হুসেন লস্কর,

৭ নম্বর কাটলিছড়ায় বিজেপি প্রার্থী সুব্রত নাথ, এআইডিইউএফ-র সুজামউদ্দিন লস্কর,

৮ নম্বর আলগাপুরে বিজেপি মিত্রজোটের অগপ প্রার্থী আফতাবউদ্দিন লস্কর, এআইডিইউএফ-র নিজামুদ্দিন চৌধুরী,

কাছাড় জেলার অন্তর্গত ৯ নম্বর শিলচরে বিজেপি প্রার্থী দীপায়ন চক্রবর্তী, কংগ্রেসের তমাল কান্তি বণিক এবং নির্দল প্রার্থী রয়েছেন দিলীপকুমার পাল,

১০ নম্বর সোনাইয়ে বিজেপি প্রার্থী আমিনুল হক লস্কর, এআইডিইউএফ-এর করিমউদ্দিন বড়ভুইয়াঁ,

১১ নম্বর ধলাই (তফশিলি জাতি সংরক্ষিত) আসনে বিজেপি প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্য, কংগ্রেসের কামাখ্যা প্রসাদ মালা এবং এজেপি প্রার্থী রয়েছেন রাম রতন দুষাদ,

১২ নম্বর উধারবন্দে বিজেপি প্রার্থী মিহিরকান্তি সোম, কংগ্রেসের অজিত সিং এবং এজেপি প্রার্থী,

১৩ নম্বর লক্ষ্মীপুরে বিজেপি প্রাথী কৌশিক রাই, কংগ্রেসের মুকেশ পাণ্ডে, এজেপি প্রার্থী আলিমউদ্দিন মজুমদার,

১৪ নম্বর বড়খলায় বিজেপি প্রার্থী অমলেন্দু দাস, কংগ্রেসের মিসবাহুল ইসলাম লস্কর এবং এজেপি-র মেহবুব রহমান বড়ভুইয়াঁ,

১৫ নম্বর কাটিগড়ায় বিজেপি প্রার্থী গৌতম রায়, কংগ্রেসের খালিল উদ্দিন মজুমদার এজেপি-র মাধনবাবু সিনহা,

ডিমা হাসাও জেলার ১৬ নম্বর হাফলং (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত) আসনে বিজেপি প্রার্থী নন্দিতা গালর্সো এবং কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল লানথাসা।

কারবি আংলং জেলার ১৭ নম্বর বোকাজান (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত) আসনে বিজেপি প্রার্থী নুমল মোমিন, কংগ্রেসের রতন ইংতি,

১৮ নম্বর হাওড়াঘাট (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত) আসনে বিজেপি প্রার্থী দর্শিং রনহাং, কংগ্রেসের সঞ্জীব তেরণ, এজেপি-র জিতেন তাঁতি

১৯ নম্বর ডিফু (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত) আসনে বিজেপির বিদ্যাসিং ইংলেং এবং কংগ্রেসের সুম রনহাং,

পশ্চিম কারবি আংলং জেলার ২০ নম্বর বৈঠালাংসো (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত) আসনে বিজেপি রূপসিং তেরন, কংগ্রেসের প্রার্থী অগুস্তিনে ইংঘী।

কামরূপ (গ্রামীণ জেলা)-এর ৫৬ নম্বর কমলপুরে বিজেপির দিগন্ত কলিতা, কংগ্রেসের কিশোর ভট্টাচার্য, রাইজর দল-এর জিতুল ডেকা,

৫৭ নম্বর রঙিয়ায় বিজেপি প্রার্থী ভবেশ কলিতা, সিপিআইএম-এর ড় ভগবান দেব মিশ্র এবং এজেপি-র ড় বাবুল শইকিয়া,

নলবাড়ি জেলার ৫৯ নম্বর নলবাড়ি আসনে বিজেপি প্রার্থী জয়ন্তমল্ল বরুয়া, কংগ্রেসের প্রদ্যুত কুমার ভুইয়াঁ এজেপির নগেন ডেকা,

ওদালগুড়ি জেলার ৬৪ নম্বর পানেরি (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত) আসনে বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিত দৈমারি এবং বিপিএফ প্রার্থী করুণাকান্ত স্বর্গিয়ারি,

৬৯ নম্বর ওদালগুড়ি (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত) আসনে ইউপিপিএল-এর গোবিন্দ বসুমতারি, বিপিএফ প্রার্থী রিহন দৈমারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

৭০ নম্বর মাজবাট আসনে বিজেপি জিতু কিষান এবং বিপিএফ প্রার্থী চরণ বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

দরং জেলার ৬৫ নম্বর কলাইগাঁওয় আসন বিজেপি মধুরাম ডেকা, বিপিএফ প্রার্থী দুর্গাদাস বড়ো এবং রাইজর দলের পঙ্কজ অসমিয়া,

৬৬ নম্বর সিপাঝাড় আসনে বিজেপির পরমানন্দ রাজবংশী, কংগ্রেসের কুলদীপ বরুয়া এবং এজেপির গীতিকা কাকতি,

৬৭ নম্বর মঙ্গলদৈ (তফশিলি জাতি সংরক্ষিত) আসনে বিজেপির গুরুজ্যোতি দাস, কংগ্রেসের বসন্ত দাস এবং এজেপি প্রার্থী গকুল বরুয়া,

৬৮ নম্বর দলগাঁওয় আসনে বিজেপি মিত্র জোটের অগপ প্রার্থী হাবিবুর রহমান, কংগ্রেসের ইলিয়াস আলি, রাইজর দলের আরব আলি,

মরিগাঁও জেলার ৭৯ নম্বর জাগিরোড (তফশিলি জাতি সংরক্ষিত) আসনে বিজেপি প্রার্থী পীযূষ হাজরিকা, কংগ্রেসের স্বপন কুমার মণ্ডল, এজেপি-র বাবুল দাস,

৮০ নম্বর মরিগাঁও আসনে বিজেপি প্রার্থী রমাকান্ত দেউরি, সিপিআই প্রার্থী মুনিন মহন্ত এবং এজেপি প্রার্থী বাণীকান্ত দাস,

৮১ নম্বর লাহরিঘাট আসনে বিজেপি প্রার্থী কাদিরউজ্জামান জিন্নাহ, কংগ্রেসের আসিফ মহম্মদ নাজার, এজেপি প্রার্থী সমজিদা ইয়াসমিন,

নগাঁও জেলার ৮২ নম্বর রহা (তফশিলি জাতি সংরক্ষিত) আসনে বিজেপি মিত্র জোটের অগপ প্রার্থী বিষ্ণু দাস, কংগ্রেসের শশীকান্ত দাস, এজেপি প্রার্থী উৎপল বানিয়া,

৮৬ নম্বর নগাঁও আসনে বিজেপি প্রার্থী রূপক শর্মা, কংগ্রেসের শান্তনু শর্মা এবং এজেপি প্রার্থী অনুপ লস্কর

৮৭ নম্বর বঢ়মপুর আসনে বিজেপি প্রার্থী জিতু গোস্বামী, কংগ্রেসের সুরেশ বরা, এজেপি-র দীপিকা শইকিয়া কেওট,

হোজাই জেলার ৯০ নম্বর যমুনামুখ আসনে বিজেপি মিত্র জোটের অগপ প্রার্থী সাদিকুল্লা ভুইয়াঁ, এআইইউডিএফ-এর সিরাজউদ্দিন আজমল এবং রাইজর দলের দিলওয়ারা বেগম চৌধুরী,

৯১ নম্বর হোজাইয়ে বিজেপির রামকৃষ্ণ ঘোষ, কংগ্রেসের দেবব্রত সাহা এবং

৯২ নম্বর লামডিং আসনে বিজেপি প্রার্থী শিবু মিশ্র, কংগ্রেসের স্বপন কর এবং এজেপি প্রার্থী মৌসুমী শর্মা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তাল মেজিয়া

বাঁকুড়া, ৩০ মার্চ (হি. স.) : বাঁকুড়ায় প্রথম দফার ভোট পর্ব নির্বিঘ্নে শেষ হওয়ার পর ভোট-পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল মেজিয়া। এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার সন্ধ্যায় মেজিয়া থানা চত্বরে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। দুপক্ষের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতির পর লাঠি ও রড নিয়ে শুরু হয়ে যায় মারামারি। ঘটনায় বনমালী গোপ নামে তৃণমূলের এক কর্মীর পেটে রড ঢুকে যায়। অভিযোগ বিজেপির কর্মীরা তার পেটে রড ঢুকিয়ে দিয়েছে। বিজেপি একথা অস্বীকার করেছে এটা ওদের নিজেদের ব্যাপার। বিজেপি কর্মীরা থানায় অভিযোগ জানাতে এলে ওই সময় তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি রবি গোপ স্কুটিতে চেপে থানায় ঢুকছিলেন। তাকে লক্ষ্য করে বিজেপি কর্মীরা তেড়ে গেলে তিনি স্কুটি ফেলে কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে থানায় ঢুকে যান। থানার কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরাও আচমকা এই ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়েন। পরে অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

ঘটনার সূত্রপাত এদিন সকালে একটি ছাগল বাঁধাকে কেন্দ্র করে। বিজেপির মন্ডল সভাপতি বিদ্যুৎ মিশ্র বলেন, তারাপুর গ্রামের এক তৃণমূল কর্মী আমাদের এক কর্মীর ভেন্ডি খেতের সামনে ছাগল ছেড়ে দিয়ে যায়। তাকে ছাগল নিয়ে চলে যেতে বলায় বিজেপি কর্মীকে মারধর করে ওই তৃণমূল কর্মী। আমাদের ছেলেরা বিকালে সেই কথা থানায় জানাতে গেলে রবি গোপ সেখানে গিয়ে তাদের ধমক দেয়। বিজেপির ছেলেরা তখন জয় শ্রীরাম বলে শ্লোগান দিলে রবি গোপ নার্ভাস হয়ে পড়ে যান। তারপর শ'দুয়েক লোক ডাকেন ফোন করে। তৃণমূল কর্মীরা আমাদের ছেলেদের উপর চড়াও হয়ে আক্রমণ করে। পালিয়ে না আসলে তাদের কাউকে না কাউকে মেরে ফেলতে বলে অভিযোগ বিজেপি নেতার। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা রবি গোপ বলেন, ছাগল বাঁধা থাকলে কি করে ভেন্ডি খেতে নামবে। সে কথা বলতেই ওরা আমাদের কর্মীকে মারধর করে। পরে থানায় এসে হামলা করতে থাকে। আমি জানতাম না বিজেপির দুষ্কৃতীরা থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বিশেষ কাজে থানায় গিয়েছিলাম। তখন ওরা আমাকে প্রাণে মারার টার্গেট করে। আমাকে বাঁচাতে বনমালী গোপ তাদের বাধা দিতে থাকে। সেই সময় ওর পেটে রড ঢুকিয়ে দেয় বিজেপির গুন্ডারা। বনমালীকে প্রথমে মেজিয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় দুপক্ষের বেশ কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হলে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তৃণমূল বিজেপির ৩০ জনের নামে এবং বিজেপি তৃণমূলের ৮ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে এখন পরিস্থিতি শান্ত। এই ঘটনায় মেজিয়া ও তারাপুর গ্রামে পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

বাড়িতে বসে ভোটদানে অনাগ্রহী বেশিরভাগ প্রবীণ ও দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি

নদিয়া, ৩০ মার্চ (হি. স.) : নদিয়ার অধিকাংশ আশি ঊর্ধ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নরা বাড়িতে বসে ভোট দিতে চান না। সূত্রের খবর, প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ এমন মানুষ ভোটকেন্দ্রে গিয়েই ভোট দিতে চান।তাই এক লক্ষের বেশি ভোটারের জন্য বাড়িতে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলেও শেষ পর্যন্ত মাত্র পঁচিশ হাজারের মতো ভোটার এই সুযোগ নিয়েছেন। তাঁদের জন্য খুব শীঘ্রই ব্যালট পেপার তৈরীর কাজ শুরু হবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিহার মডেলে এবার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছে কমিশন। করোনার পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নদিয়াতেও ভোটগ্রহণ

কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। আগে এক একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ১৫০০ জন ভোটার নির্দিষ্ট করা ছিল। কিন্তু এ বছর চাপ এড়াতে জেলায় প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ১০৫০ জন ভোটার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এজন্য প্রায় ১৩৯৪টি অতিরিক্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র

তৈরি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে জেলায় মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯৭৬টি। পাশাপাশি করোনা আক্রান্ত, প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভোটারদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকছে। তাঁরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে না গিয়েও বাড়িতে বসেই যাতে ভোট দিতে পারেন সে ব্যবস্থাও করছেন কমিশন। একারণে পোলিং অফিসাররা ১২-ডি ফর্ম নিয়ে ভোটারদের বাড়িতে পৌঁছে যান। জানা গিয়েছে,জেলায় প্রবীণ ভোটারদের সংখ্যা প্রায় ৭৭ হাজার। এছাড়াও প্রায় ৩৫ হাজার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভোটার রয়েছেন। তাঁদের সবার থেকেই লিখিত আবেদন নেওয়া হয়েছে যে তাঁরা বাড়িতে বসে নাকি বুথে গিয়ে ভোট দিতে চান। বাড়িতে বসে ভোট দিলে কিভাবে দিতে হবে, কারা কারা উপস্থিত থাকবেন এবং সেই ভোট কতটা সুরক্ষিত সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। কিন্তু তার পরেও অধিকাংশ লোকই বাড়িতে বসে ভোট দিতে চান না বলে জানিয়েছেন। কারণ হিসাবে কেউ কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটের অনুভূতি ও সবার সঙ্গে দেখা করার কথা জানান।আবার কেউ কেউ বাড়িতে বসে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। একই সঙ্গে প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভোটারদের জন্য বাড়িতে বসেই ভোটদানের বিষয়টিকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন।

এই বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখর সেন বলেন, অতীত ইতিহাস বলে জেলার ৮৫ শতাংশ মানুষ বুথে গিয়ে ভোট দেওয়াটাই বেশি পছন্দ করেন। এজন্যই বাড়ি বসে ভোটদানে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। কৃষ্ণনগর পুর এলাকার ৮৩ বছরের শ্যামল সেন বলেন, এই বয়সে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়াটা কষ্টের। তাছাড়া, করোনা পরিস্থিতির কারণে চিকিৎসকরা ভিড় এড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তাই বিধানসভা ভোট কীভাবে দেব তা নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু বাড়িতে বসে ভোট দিতে পারলে খুব ভালো হবে। রাজনৈতিক মহলের

একাংশের মত, বিগত দিনে অনেক বৃদ্ধ - বৃদ্ধা ভোট গ্রহণ কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছালেও অনেক সময় তাঁরা নিজেরা নিজেদের ভোট দিতে পারতেন না। পরিবারের সদস্যরা সেই ভোট দিয়ে দিতেন। কিন্তু এবছর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার সেই হয়রানি অনেকটা কমবে। যদিও এ বিষয়ে

জেলা নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, বাড়িতে বসে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও মানেই হয় না। কারণ, নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা ছাড়াও ভিডিও ক্যামেরা করা হবে।পুলিশ প্রশাসনের তরফেও লোকজন থাকবে। এমনকি,

নির্দিষ্ট ভোটারের বাড়ি লোকজন ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা প্রয়োজনে থাকতে পারেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

বড় ব্যবধানে জিতবেন শুভেন্দু", দ্বিতীয় দফা ভোটের শেষ দিনের প্রচারে দাবি শাহের

নন্দীগ্রাম, ৩০ মার্চ (হি.স) : নন্দীগ্রামে শেষবেলার প্রচারে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ।

বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় দফা ভোট শেষ প্রচার। প্রচণ্ড গরমকে উপেক্ষা করে সব নেমে পড়েছে ভোট যুদ্ধের ময়দানে। আর ভোট প্রচারের তাপে যেন ফুটছে নন্দীগ্রাম। প্রার্থী দুই তারকা, তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি-র শুভেন্দু অধিকারী। একজনের প্রচারে হাজির হলেন দুই তারকা প্রচারক। অন্য জনের মঞ্চে তারকা নেই। শুধু তিনিই আছেন। শুভেন্দুর হয়ে প্রচার করলেন অমিত শাহ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মঙ্গলবার প্রচার কর্মসূচি শুরু করেন সকাল ১২টায়। নন্দীগ্রামের ভেটুরিয়া বাজার থেকে রায়পাড়া পর্যন্ত রোড শো করেন তিনি। অমিতের সঙ্গে ছিলেন নন্দীগ্রামে বিজেপি-র প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। দু'জনের সঙ্গেই মিছিলে হাজির ছিলেন অসংখ্য বিজেপি সমর্থক। নন্দীগ্রামে রোড শো-এর পরে ডেবরায় একটি রোড শো করেন অমিত শাহ।

এবারের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারী দ্বৈরথ ঘিরে টানটান উত্তেজনা নন্দীগ্রামে। ভোটের মুখে শুভেন্দু বনাম মমতার বাগযুদ্ধে ক্রমশ তপ্ত হচ্ছে বঙ্গভূমি। তৃণমূলনেত্রীকে আধ লাখেরও বেশি ভোটে হারানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন শুভেন্দু। এই আবহে ভোটের মুখে অমিত শাহের এই মন্তব্য নয়া মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করা হচ্ছে।

শুভেন্দু অধিকারির সমর্থনে রোড শো করার পর দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, "নন্দীগ্রামে বড় ব্যবধানে জিতবেন শুভেন্দু। ওঁর জয় নিশ্চিত।" শেষবেলার প্রচারে মমতাকে নিশানা করে নন্দীগ্রামবাসীর উদ্দেশে শাহ বলেন, "পরিবর্তন হলে মমতাকে হারাতে হবে। নন্দীগ্রামে মমতাকে হারাতেই হবে। নন্দীগ্রামবাসীর কাছে এটাই আমার আর্জি।" মঙ্গলবার অভিযোগ ওঠে, নন্দীগ্রামে এক বিজেপি সমর্থকের স্ত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে। অমিত শাহ সাংবাদিক বৈঠক থেকে বলেন, "মমতা যেখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে রয়েছেন, সেই অঞ্চল থেকে ৫ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে এই ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। নারী সুরক্ষার কথা বলা মুখ্যমন্ত্রী এত কাছে ছিলেন, তাও কেউ গ্রেফতার হল না। পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষার অবস্থা সত্যিই কেমন?" নন্দীগ্রামে ভোটের ফল কী হতে পারে, সেই বিষয়েও বেশ আত্মবিশ্বাসী অমিত। তিনি দাবি করলেন, "সাধারণ মানুষ সবই দেখছেন। তাঁরা ভোটের বাক্সে এর জবাব দেবেন। নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী বিপুল ভোটে জয় পাবেন।"

এবারের বিধানসভা নির্বাচনের হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। মঙ্গলবার সকালে প্রথমে রেয়াপাড়ার কাছে এই ঘটনা ঘটে। তার পর মহম্মদবাজারেও তাঁকে ঘিরে একই ধ্বনি শোনা যায়। বিজেপি-র কর্মী, সমর্থকরাই মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে ওই ধ্বনি দেন বলে অভিযোগ। কারণ তার কিছু ক্ষণ পর ওই এলাকাতেই পদযাত্রা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার জন্য সকাল থেকেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল রাস্তায়।

মঙ্গলবার আলোচনার মধ্য দিয়ে অবশেষে নাগেরজলা মোটারস্ট্যান্ডে শ্রমিক অসন্তোষ মিটে যায় এবং যাত্রী পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। ছবি নিজস্ব।

দ্বিতীয় দফার ভোট ১ এপ্রিল, সমাপ্ত সরব

প্রচার, ভোট দেবেন ৭৩,৪৪,৬৩১ জন, ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৭ জনের বিরুদ্ধে চলছে অপরাধজনিত মামলা

গুয়াহাটি, ৩০ মার্চ (হি.স.) : পঞ্চদশ অসম বিধানসভার দ্বিতীয় দফার সরব নির্বাচনি প্রচার আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টায় সমাপ্ত হয়ে যাবে। ১ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় রাজ্যের ১৩টি জেলার ৩৯টি আসনে মোট ৭৩,৪৪,৬৩১ ভোটার ৩৪৫ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। আজ দ্বিতীয় দফার ভোট-প্রচারে হাইপ্রফাইল নেতারা অসমে আসছেন। তাঁদের মধ্যে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি ও জিতেন্দ্রে সিং, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধী, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেল, বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়া, বিজেপির অসমে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় প্রভারী বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা অন্যতম। এছাড়া রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা, দলের অসম প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস প্রমুখ রাজ্য স্তরের সব নেতা।

অসম বিধানসভার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য আজ সন্ধ্যা ৬.০০টায় সরব প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে। তবে ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী ৭২ ঘণ্টা আগে বাইক মিছিল বন্ধ করা হয়েছে। আগামী ১ এপ্রিল সকাল ৭.০০টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কোভিড প্রটোকল মেনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

দ্বিতীয় দফার ভোটে মোট ২৬ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই দফায় সর্বাধিক ভোটার সংখ্যা হোজাইয়ে। হোজাই আসনে ২, ৬৫,৮৮৬ জন ৪৪৯টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করবেন। যে ৩৯টি আসনে ভোট হবে সেগুলি যথাক্রমে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ১ নম্বর রাতাবাড়ি (তফশিলি জাতি সংরক্ষিত ২ নম্বর পাথারকান্দি, ৩ নম্বর করিমগঞ্জ উত্তর, ৪ নম্বর করিমগঞ্জ দক্ষিণ, ৫ নম্বর বদরপুর, হাইলাকান্দি জেলার ৬ নম্বর হাইলাকান্দি, ৭ নম্বর কাটলিছড়া, ৮ নম্বর আলগাপুর, কাছাড় জেলার ৯ নম্বর শিলচর, ১০ নম্বর সোনাই, ১১ নম্বর ধলাই (তফশিলি জাতি সংরক্ষিত), ১২ নম্বর উধারবন্দ, ১৩ নম্বর লক্ষ্মীপুর, ১৪ নম্বর বড়খলা, ১৫ নম্বর কাটিগড়া, ডিমা হাসাও জেলার ১৬ নম্বর হাফলং (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত), কারবি আংলং জেলার ১৭ নম্বর বোকাজান (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত), ১৮ নম্বর হাওড়াঘাট (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত), ১৯ নম্বর ডিফু (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত), পশ্চিম কারবি আংলং জেলার ২০ নম্বর বৈঠালাংসো (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত)।

কামরূপ (গ্রামীণ জেলা)-এর ৫৬ নম্বর কমলপুর, ৫৭ নম্বর রঙিয়া, নলবাড়ি জেলার ৫৯ নম্বর নলবাড়ি, ওদালগুড়ি জেলার ৬৪ নম্বর পানেরি (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত), ৬৯ নম্বর ওদালগুড়ি (তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত), ৭০ নম্বর মাজবাট, দরং জেলার ৬৫ নম্বর কলাইগাঁও, ৬৬ নম্বর সিপাঝাড়, ৬৭ নম্বর মঙ্গলদৈ (তফশিলি জাতি সংরক্ষিত), ৬৮ নম্বর দলগাঁও, মরিগাঁও জেলার ৭৯ নম্বর জাগিরোড (তফশিলি জাতি সংরক্ষিত), ৮০ নম্বর মরিগাঁও, ৮১ নম্বর লাহরিঘাট, নগাঁও জেলার ৮২ নম্বর রহা (তফশিলি জাতি সংরক্ষিত), ৮৬ নম্বর নগাঁও, ৮৭ নম্বর বঢ়মপুর, হোজাই জেলার ৯০ নম্বর যমুনামুখ, ৯১ নম্বর হোজাই এবং ৯২ নম্বর লামডিং।

এদিকে রাজ্য নির্বাচন দফতর সূত্রের খবরে প্রকাশ, দ্বিতীয় দফার ভোট-ময়দানে ৩৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৭ জনের বিরুদ্ধে অপরধজনিত মামলা চলছে। এই ৩৭ জনের মধ্যে গুরুতর অপরধজনিত মামলা চলছে ৩০ জনের বিরুদ্ধে। তাঁদের মধ্যে বিজেপির ১১, কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর পাঁচ, অসম জাতীয় পরিষদ (এজেপি)-র তিন, অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর দুই এবং একজন করে অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক, সোশালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) ও ইউপিপিএল-এর প্রার্থী রয়েছেন।

বিশ্রামগঞ্জ চৈত্র মেলার উদ্বোধন করলেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ মার্চ।। উপমুখ্যমন্ত্রী সোমবার থেকে তিন দিনব্যাপী বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে ঐতিহ্যবাহী বাৎসরিক চৈত্র মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন। এছাড়া প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহী জলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত ছিলেন সম্মানিত অতিথি হিসাবে চড়িলাম ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি চেয়ারপারসন রাখি দাস কর বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি রাম মানিক দেবনাথ সম্পাদক বাবুল চন্দ্র সাহা বিশ্রামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুধাংশু দাস বৈষ্ণব। তিন দিনব্যাপী বিশ্রাম গঞ্জ মিনি স্টেডিয়াম বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটি এবং বিশ্রামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই মেলা। তিনদিনেই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্থানীয় এবং রাজ্যের কিছু বাছাই করা শিল্পীদের নিয়ে মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন এই মেলাতে সকল ধর্মের লোক বৌদ্ধ খ্রিস্টান হিন্দু মুসলিম সব ধর্মের লোক আসে এটা একটি সামাজিক উৎসব। নির্বাচনের সময় হওয়ায় বেশি সময় দিতে পারেনি মেলায় আমার গান শোনার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময়ের জন্য পারছিনা। বিগত ৩ বছর ধরে মেলা আসছি। মেলার দিনগুলি যাতে খুব সুশৃংখলভাবে জাতি উপজাতি সকল ধর্মের লোক আনন্দ উপভোগ করে সেই কামনা করি আমি। মেলা মানে মিলন সকলেই এই মেলার জন্য এক বছরের অপেক্ষা করে থাকেন। এছাড়া আলোচনা করেন সিপাহী জেলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন মেলা মানে মিলন মেলা দিনগুলি যাতে সকলে মিলে আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেই প্রত্যাশা রাখছি আগামী দিনগুলি যাতে সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন হয় সকলের সহযোগিতা নিয়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করছে তা দেখে খুবই আনন্দ লাগলো। আমরা চাই এই ঐতিহ্য যাতে রাজ্যে বহন করে রাখে। আগামী তিনদিন পর্যন্ত চলবে বিশ্রামগঞ্জ বাৎসরিক চৈত্র মেলায়।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এডিসি ভোটের জোরদার প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ মার্চ।। পাহাড় ভোট দোর গোড়ায় , বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা নিজেরা নিজেদের মতো করে নির্বাচন আচরণ বিধি মেনে প্রচার কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এই নির্বাচনী প্রচারের অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার দুপুর ২ টা নাগাদ ১১ মহারানীর তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের জোটের প্রার্থী গীতা দেববর্মার সমর্থনে কর্মীরা বাইক ও গাড়ি নিয়ে রেলী অনুষ্ঠিত করা। এই রেলী চাকমা ঘাটের থেকে শুরু হয়ে চামপ্লাই, মুঙ্গিয়াকামী, উত্তর মহারানী হয়ে ঘিলাতলী এলাকায় আসবে। সেখানেই হবে গীতা দেববর্মার সমর্থনে হবে জনসভা। বাইক ও গাড়ি রেলীর অনুষ্ঠানে বিজেপির জনজাতি মোর্চার সহ-সম্পাদক বিকাশ দেববর্মা বলেন, এই ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রে জোটের প্রার্থী গীতা দেববর্মা জয়ী হবে, কেবল সময়ের অপেক্ষা।

অপরদিকে প্রার্থী গীতা দেববর্মা বলেন, এই ভোট যুদ্ধে তিনি জয়ের ব্যাপারে ১০০ বিশ্বাসী। রাজ্যের বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার পাহাড় অর্থাৎ প্রত্যন্ত এলাকা এবং শহর সর্বত্রই উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে।তাই উন্নয়ন বিশ্বাসী মানুষজন বিজিপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থীদের জয়ী করবে এই পাহাড় ভোটে। এদিকে এই বাইক ও গাড়ি রেলিতে ছিলেন আইপিএফটি দলের ইস্ট ডিভিশনের সম্পাদক সুনীল দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এদিকে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্ভুদ্ধ করতে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া ছুটে আসেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। স্থানীয় টাউন হল প্রাঙ্গণে তেলিয়ামুড়া , কল্যাণপুর এবং কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি, শক্তি কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর সহ দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দের নিয়ে এক কর্মী সভা করে। বিশেষ করে জন জাতি অংশের কর্মীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, কল্যাণপুর প্রমোদনগর কেন্দ্রের বিধায়ক বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, এবং কৃষ্ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক অতুল দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে এবং দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়াতে আজকের এই সভা।

১৯৯৩ সালের পুনরাভিত্তিতে জন জোয়ারে ভাসলো গন্ডাছড়া মহকুমা।মঙ্গলবার স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয় গন্ডাছড়া সিত কবিগুরু স্মৃতি বিদ্যাভবন মাঠ প্রাঙ্গনে।এদিনের এই জনসভা ৮ গঙ্গানগর-গন্ডাছড়া এবং ২৪ রাইমাভ্যালী স্ব-শাসিত ভিলেজ কমিটির নির্বাচনে নির্দল দুই প্রার্থী ভূমিকা নন্দ রিয়াং এবং বিকাশ চাকমার সমর্থনে অনুষ্ঠিত হয়।এই দুই প্রার্থীর সমর্থনে হাজার হাজার সমর্থকরা গগন কাপানো মিছিল সংগঠিত করে কবিগুরু স্মৃতি বিদ্যাভবন মাঠে এসে সমাপ্তি হয়।এই দিনের জনসমাবেশে জাতি উপজাতিসকল অংশের দুইদলের প্রার্থীর সমর্থনে গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাংগন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে সারা জাগনো সুবিশাল মিছিল করে কবি গুরু বিদ্যাভবনের মাঠে এসে মিছিলটি জনসভা সলে শেষ হয়।এদিনের জনসমাবেশ থেকে আওয়াজ তোলে প্রার্থীদ্বয় জানান নির্বাচনে জয়ী হলে পানীয় জল রাস্তাঘাট শিক্ষা সহ সকলের জন্য মৌলিক চাহিদা গুলো পৌঁছে দেওয়া জন্য কাজ করবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গ্রহণ

● **প্রথম পাতার পর**

ব্যালটের মাধ্যমে মোট ২২ জন কর্মচারী ছিল ভোট গ্রহণের জন্য। নির্বাচনে দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা সকাল থেকেই বিশালগড় মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে এ ভোটগ্রহণ নেওয়ার জন্য অপেক্ষারত দেখা যায়। পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র কে সামনে রেখে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিসের সামনে। তবে টিএসআর এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের দেখা গিয়েছিল আজ পোস্টার- বেলট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে। আগামী ৬ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে এডিসি নির্বাচন।। আমতলী গোলাঘাট আসনের মোট ৪৭ টি পুলিং স্টেশন রয়েছে সেইসব স্টেশনগুলোতে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

হবার পর জমসেদ আলীর নিকট আত্মীয়রা ঘটনাস্থলে এসে সুলেমান আলী, মুন্না দেব সহ আরও কয়েকজন এলাকাবাসীকে মারধোর করে জমসেদ আলীর কর্মীকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এরপরও পুলিশ ঘটনাস্থলে না আসায় এলাকাবাসীরা পুলিশের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তা অবরোধ করে। প্রায় তিন ঘন্টা পর কৈলাসহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডার নেতৃত্বে পুলিশ এবং টি.এস.আর ঘটনাস্থলে আসার পর এলাকাবাসীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। প্রায় আধ ঘন্টা কথা বলার পর পুলিশের এবং কৈলাসহরের বিজেপি দলের প্রথম সারির নেতৃত্বদের আশ্বাস পাবার পর এলাকার মানুষ রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়।

এফিডেভিট

আমি শ্রী সুধা দেববর্মা, পিতাঃ শ্রী নন্দলাল দেববর্মা, মাতঃ রামপতি দেববর্মা, খুমুলুং, জিরানিয়া, বৃদ্ধিনগর, পোঃ খুমুলুং, থানা-রাধাপুর, জিলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন নং-৭৯৯০৪৫,৩০-০৩-২০২১ ইং তারিখে আগরতলা নোটারী এফিডেভিট মূলে শ্রী সুধা রঞ্জন দেববর্মা নামে পরিচিত হইলাম।

স্বাক্ষর-
সুধা রঞ্জন দেববর্মা।

গোসাবার ভোটে

● **প্রথম পাতার পর**

আসনটি ছিনিয়ে নেয় আরএসপির গণেশচন্দ্র মণ্ডল। তাঁরই একাধিপত্য ছিল ২০০৬ সাল পর্যন্ত। ২০০৬ সালে এই কেন্দ্রে জিতেছিলেন আরএসপির চিত্তরঞ্জন মণ্ডল। ২০১১ সাল থেকে এই আসনটি দখল করে তৃণমূল। এখন গোসাবা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক, মসজিদবাটি, চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েত ও বাসন্তী সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক নিয়ে গঠিত গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্র। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই বিধানসভা কেন্দ্র।

২০১১ সালের পর এখানেও জোড়াফুল ফেঁটে। বিধায়ক হন জয়ন্ত নস্কর। ওই নির্বাচনে আরএসপির প্রার্থী সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে ১০ হাজার ৬৮২ ভোটে হারিয়েছিলেন জয়ন্ত নস্কর। ২০১৬ সালে জয়ের ব্যবধান প্রায় দ্বিগুন হয়ে যায়। ওইবছর আরএসপির প্রার্থী উত্তমকুমার সাহাকে ১৯ হাজার ৬৭১ ভোটে হারিয়েছিলেন। গত লোকসভা ভোটেও গোসাবায় এগিয়ে ছিল তৃণমূলই।

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের গোসাবা বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিমা মণ্ডল পান ১০১৫২২ ভোট। বিজেপি-র অশোক কাণ্ডারী পান ৭২২৩৬ ভোট, কংগ্রেসে তপন মণ্ডল পান ১২৬৭ ভোট। তবে বিজেপির দাবি, হালফিলে গোসাবাতে তাঁদের সমর্থন কিছুটা বেড়েছে। যদিও একুশের নির্বাচনে গোসাবায় বিজেপি কোনও ফ্যাক্টর হবে না বলেই দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। বরং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় আব্বাস সিদ্দিকির নতুন দল আইএসএফের কিছু সংগঠন তৈরি হয়েছে। যা চিন্তায় রাখছে শাসক শিবিরকে।

পরপর দু"বারের বিধায়ক জয়ন্তবাবুকেই ফের একবার ভোটের ময়দানে লড়তে পাঠিয়েছে তৃণমূল। অন্যদিকে সংযুক্ত মোর্চা এই কেন্দ্রটিতে ভরসা রেখেছে আরএসপির ওপরই। প্রার্থী হয়েছেন অনিলচন্দ্র মন্ডল। বিজেপি প্রার্থী করেছে বরুণ প্রামাণিককে। কেন্দ্রটি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু তারপরও তেমন কোনও অঘটন না ঘটলে জয়ন্ত নস্করের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা বলেই ধরে নিচ্ছেন তারা। এখন দেখার জয়ন্ত নস্কর জয়ের হ্যাকট্রিক করতে পারেন, না কি আসনটি ছিনিয়ে নেয় বিজেপি অথবা সংযুক্ত মোর্চা? উত্তর মিলবে ২ মে।

নরেন্দ্র মোদি

● **প্রথম পাতার পর**

দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদির কথায়, 'ফাস্ট মানে আমি বলতে চেয়েছি, মৎস্যজীবী ও সারের জন্য এফ। কৃষি এবং আয়ুর্বেদের জন্য এ। দক্ষতা বিকাশ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য এস এবং পর্যটন ও প্রযুক্তির জন্য টি।

বালির গাড়ি নিয়ে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ মার্চ।। বালি বোঝাই লড়ি না চালাচল করার দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে উদয়পুর মহাকুমা পূর্ব গকুলপুর রাধাকৃষ্ণ পাড়া এলাকার লোকজনেরা রাস্তা অবরোধ করে রাখে। গ্রামবাসী সহ নিকটবর্তীএলাকাবাসীর বক্তব্য দীর্ঘ বছর ধরে এলাকার কিছু বালি মাফিয়া জোরপূর্বক অবৈধভাবে বালি নিয়ে যাচ্ছে।এতে এলাকাবাসীরা বাধা দিয়ে আসলেও বালি মাফিয়া কোন কথা শুনতে রাজি হচ্ছিল না।এলাকার মহিলাদের বক্তব্য এই রাস্তাটি সরকারি রাস্তা নয়,এলাকাবাসীদের হাঁটাচলা করার জন্য নিজেরাই তৈরি করেছেন । এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই রাস্তা দিয়ে বালি মাফিয়ারা বালি বিক্রি করছে।বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ না হওয়ায় মঙ্গলবার সকাল থেকে এলাকার নারী পুরুষ একত্রিত হয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়।এলাকাবাসির বক্তব্য কোন অবস্থাতেই এই রাস্তা দিয়ে বালির গাড়ি চলাচল করতে পারবে না এবং বালি নিয়ে যাওয়াও যাবে না। বালির নিয়ে যাবার ফলে এলাকার মানুষ জন বাড়িঘরে থাকতে পারছে না। পাশাপাশি রান্না ঘরের ভাতের হাঁড়িতেও বালি প্রায় প্রতিদিনই পড়ছে। প্রশাসন অবৈধ ভাবে চলে আসা এই বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয় সেই দিকে তাকিয়ে আছে পূর্ব গকুলপুরের রাধাকৃষ্ণ পাড়ার এলাকাবাসীরা।

সিলিং ফ্যানে অজগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ মার্চ।। ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় ঘরের কোনে সিলিং-এর উপর অজগর সাপের উপস্থিতিতে কৌতূহল ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে উদয়পুর আর কে পুর থানা সংলগ্ন মধ্য পাড়া এলাকায়। গতকাল সোমবার রাত আনুমানিক আটটায় উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানা সংলগ্ন শচীন্দ্রলাল দত্ত মহাশয়ের ঘরের কোনে সিলিং-এ সাপ দেখতে পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে বাড়ির মালিক কাজল ভূষণ দত্ত সহ এলাকাবাসী অজগর সাপের বাচ্চা বলে দাবি করেন। সাথে সাথে এলাকা বাসি উদয়পুর বন দপ্তরের আধিকারিক অমিত দেববর্মাকে খবর দিলে প্রায় দুঘন্টা পর বন দপ্তরের কর্মীরা অজগর সাপের বাচ্চাটিকে বস্তা বন্দি করে নিয়ে যায়। ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় ঘরের কোনে অজগর সাপের উপস্থিতিতে কৌতূহলী জনগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। একা এই চার পাঁচ মাসের অজগর সাপের বাচ্চা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় আসতে পারে না - নিশ্চয়ই আরো কয়েকটি অজগর সাপের বাচ্চা আশেপাশে থাকতে পারে বলেও আতঙ্কগ্রস্ত প্রতিবেশিরা অভিযোগ করেন। তবে বন দপ্তরের কর্মীরা অভিমত ব্যক্ত করে বলেন আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই- যেহেতু পাশেই গোমতি নদী বিরাজ মান এবং মাছ খাওয়ার জন্য নদী থেকেই সাপটি আসতে পারে বলে মনে করেন। কৌতূহল ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

করোনা পরিস্থিতি

● **প্রথম পাতার পর**

কয়েকটি ঘটনা সামনে এসেছে। ভ্যাকসিন নেওয়ার পরও যদি কেউ আক্রান্ত হন, তাঁদের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অথবা আইসিইউ ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।'

ভারতে বিগত কিছু দিন করোনাভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, সবথেকে বেশি চিন্তা বাড়াচ্ছে মহারাষ্ট্র, তারপরেই রয়েছে পঞ্জাব, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্য। দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন বলেছেন, 'বিগত ২৮ দিনে ভারতের ৪৩০টি জেলায় নতুন করে একটিও করোনা-আক্রান্তের খবর মেলেনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, তবে আত্মতুষ্টি হওয়ার প্রয়োজন নেই।'

ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। সোমবার সারাদিনে ভারতে ৫৬-হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ (রবিবার সারাদিনের তুলনায় অনেকটাই কম)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬,২১১ জন। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ২৭১। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৫.৪০-লক্ষের (৪.৪৭) গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩৭, ০২৮ জন করোনা-রোগী। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১৩,৯৩,০২১ জন করোনা-রোগী (৯৪.১৯ শতাংশ)।

দপ্তরের গাফিলতিতে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ মার্চ।। দপ্তরের দায়িত্ব হীনতার কারনে জলের ট্যাঙ্ক থেকে উপচে পড়া জল পরে ভাসলো বিলোনিয়া নেতাজী পল্লী এলাকার বেশ কিছু বাড়

ক্রীড়াঙ্গন

এবছরও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারান কঠিন : সুনীল গাভাসকর

সিডনি, ৩০ মার্চ (হি.স.) : এবছরও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারান কঠিন। এমনটাই মনে করেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্লেয়াররা সম্প্রতি জাতীয় দলের হয়ে টি-টোয়েন্টি এবং একদিনের সিরিজে অংশ নিয়েছেন। এবং তাঁরা সেরা ছন্দে রয়েছেন।সেকারণেই গাভাসকর মনে করেন গত বছর চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে এ বছরও হারানোটা সহজ হবে না। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের দাবি, 'মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারানো বেশ কঠিন। আমরা কিছু দিন আগেই জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স দেখেছি। ইশান কিষাণ, সূর্যকুমার যাদবরা দুরন্ত ব্যাট করেছেন। হার্দিক পান্ডিয়ারও অসাধারণ পারফরম্যান্স। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্লেয়াররা সম্প্রতি জাতীয় দলের হয়ে টি-টোয়েন্টি এবং একদিনের সিরিজে অংশ নিয়েছেন। এবং তাঁরা কিন্তু সেরা ছন্দে রয়েছেন।'' ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অভিষেক হয়েছে ইশান কিষাণ এবং সূর্যকুমার যাদবের। অভিষেকেই দু'জনে নজর কেড়েছেন। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ইশানের ৩২ বলে ৫৬ রানের ইনিংসটি ভোলার নয়। চতুর্থ ম্যাচে আবার প্রথম বার ব্যাট করতে নেমেই ৩১ বলে ৫৭ করেছিলেন সূর্যকুমার যাদব। হার্দিক, ক্রুনাল পান্ডিয়ারাও ফর্মে রয়েছেন। অভিষেক ম্যাচেই রেকর্ড গড়ে আত্মবিশ্বাসী ক্রুনাল। অভিষেক ম্যাচে দ্রুত অর্ধশত রান করার রেকর্ড এখন ক্রুনালের ঝুলিতে। এদিকে হার্দিক আবার ব্যাটের পাশাপাশি পুরোদমে বল করাও শুরু করেছেন। আর এটাই আইপিএলে কাজে লাগবে বলে মনে করছেন গাভাসকর। তিনি বলেছেন, 'পান্ডিয়া ৯ ওভার বল করছে, এটা কিন্তু শুধুমাত্র মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্য নয়, ভারতের জন্যও বড় বিষয়। এর মানে পান্ডিয়া টেস্ট ক্রিকেট খেলার জন্য এখন প্রস্তুত। হার্দিক পান্ডিয়া যে ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সেটা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্য কিন্তু খুবই ভাল বিষয় হয়েছে।'৯ এপ্রিল চেন্নাইয়ে আরসিবি-র বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

দ্রুত ফেরার সম্ভাবনা নেই কৌতিনিয়োর

আশানুরূপ সময়ের মধ্যে হাঁটুর চোট কাটিয়ে ফেরা হচ্ছে না বার্সেলোনার ফিলিপে কৌতিনিয়োর। চিকিৎসার জন্য দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার। চিকিৎসার পরবর্তী ধাপ চালিয়ে নিতে ২৮ বছর বয়সী এই তারকার ব্রাজিল যাওয়ার বিষয়টি সোমবার এক বিবৃতিতে জানায় কাতালান ক্লাবটি। গত ২৯ ডিসেম্বর লা লিগায় এইবারের বিপক্ষে ম্যাচে বাঁ হাটুতে চোট পেয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন কৌতিনিয়ো। এরপর ২ জানুয়ারি তার অস্ত্রোপচার হয়। তিন মাসের মধ্যে তার মাঠের ফেরার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল গণমাধ্যমে। হাঁটুর বর্তমান অবস্থা পরীক্ষার জন্য সম্প্রতি কাতারে গিয়েছিলেন কৌতিনিয়ো। স্প্যানিশ গণমাধ্যমের গুঞ্জন, আবারও অস্ত্রোপচার করা লাগতে পারে। তবে এই ধরনের খবর উড়িয়ে দিয়েছে বার্সেলোনা।তবে, চলতি মৌসুমে কৌতিনিয়োর মাঠে ফেরার সম্ভাবনা ফিকে হয়ে গেছে।দলটির আরেক ফুটবলার আনসু ফাতির অবস্থাও প্রায় একই রকম। গত নভেম্বরের শুরুর দিকে হাঁটুতে চোট পেয়ে এই ফরোয়ার্ডের চার মাসের জন্য ছিটকে যাওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু তার সেরে ওঠা নিয়ে এখনও তেমন খবর পাওয়া যায়নি।

বাকিরা সাবধান, অচিরেই বিশ্ব ক্রিকেট শাসন করবে ভারত, হুঁশিয়ারি চ্যাপেলের

সিডনি, ৩০ মার্চ (হি.স.) : অচিরেই বিশ্ব ক্রিকেট শাসন করবে কোহলির ভারত। অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ক্রিকেট দুনিয়ায় নতুন এক চ্যাপ্টারের সূচনা করবে। বিশ্বের বাকি ক্রিকেট দলগুলিকে ভারতের থেকে সাবধান থাকার হুঁশিয়ারি দিয়ে এমনটাই বলছেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার ইয়ান চ্যাপেল।

ইয়ান চ্যাপেলের কথায়, সাফল্যের অঙ্কটা ভারত ইতিমধ্যেই রপ্ত করে নিয়েছে। তাই যদি না কোহলির দল কোনওরকম ভুল করে তো, তবে এই সাফল্য নিঃসন্দেহে ধরে রাখতে পারবে ভারত। কারণ এই মুহূর্তে ক্রিকেট বিশ্বের অন্য দলগুলির উপর আধিপত্য কায়েম করার মত সব গুণ-ই রয়েছে তাদের। তাই অন্য দলগুলির সাবধানে থাকার সময় এসে গিয়েছে।

এপ্রসঙ্গে ইয়ান চ্যাপেল অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হারের পরও টেস্ট সিরিজে জিতেছে ভারত। ঘরের মাঠে অজিদের হারিয়ে এসেছে ভারতীয় দল। ঘরের মাঠে কোহলির দলের কাছে পরাস্ত হয়েছে ইংল্যান্ডও।

কিংবদন্তি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারের কথায়, ভারতের রিজার্ভ বেঞ্চ এই মুহূর্তে দারুণ শক্তিশালী। সেইসঙ্গে আগুন ঝরাচ্ছেন পেসাররাও। তরুণ ব্রিগেড ঋষভ পন্থ, শুভমন গিল, মহম্মদ সিরাজ, টি নটরাজন, নভদীপ সাইনি, শার্দুল ঠাকুররা অসাধারণ পারফর্ম্যান্স করছেন। সবমিলিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের এখন গোল্ডেন টাইম।

সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগ

আগরতলা, ৩০ মার্চ : আগরতলা প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান তথা দৈনিক সংবাদের স্পোর্টস এডিটর অলক ঘোষের মাতা কৃষ্ণা ঘোষ মঙ্গলবার ভোর রাতে আইজিএম হাসাপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর ও তিনি এক পুত্র ও তিন কন্যা সহ বহু গুণমুগ্ধ ও আত্মীয়পরিজন রেখে গেছেন। আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে উনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হচ্ছে ও শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

মেয়েদের জাতীয় ওয়ান ডে টুর্নামেন্টে মধ্যপ্রদেশকে ২৮ রানে পরাজিত করল বাংলা

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (হি.স.): মেয়েদের জাতীয় ওয়ান ডে টুর্নামেন্টে মধ্যপ্রদেশকে ২৮ রানে পরাজিত করল বাংলা। দীপ্তি শর্মার অল-রাউন্ড পারফর্ম্যান্স ও বল হাতে গৌহার সুলতানা ও রুকমনি রায়ের সহায়তায় ম্যাচ নিজেদের অনুকূলে এনে জয় হাসিল করে বাংলা। মঙ্গলবার টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে বাংলা ৪৮.৫ ওভারে ২০৫ রানে অল-আউট হয়ে যায়। ওপেন করতে নেমে দীপ্তি ১৪২ বলে ৯৪ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন। অল্পের জন্য ব্যক্তিগত শতরান হাতছাড়া করেন ভারতীয় দলের নির্ভারযোগ্য অল-রাউন্ডার। মোট ১২টি বাউন্ডারি মারেন তিনি। রিচা ঘোষ ৪টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ বলে ২২ রান করে আউট হন। বাকিরা কেউই বলার মতো রান করতে পারেননি। পূজা বস্ত্রকার ৩৪ রানে ২টি উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মধ্যপ্রদেশ ৪৭.৫ ওভারে ১৭৭ রানে অল-আউট হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন পূজা দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেন। এছাড়া তমন্না নিগম করেন ৩৬ রান। দীপ্তি ৯ ওভারে ৪০ রান খরচ করে ৩টি উইকেট নেন। গৌহার ৯.৫ ওভারে ২২ রানের বিনিময়ে ৩ উইকেট পকেটে পোরেন। রুকমনি নেন ৩৮ রানে ২ উইকেট।—হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

চেলসি-পোর্তো লড়াই সেভিয়ায়

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনাল নিজেদের মাঠে খেলা হচ্ছে না চেলসি ও পোর্তোর। দল দুটির মধ্যে শেষ আটের দুই লেগই হবে স্পেনের সেভিয়ায়। কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে ম্যাচ দুটি লা লিগার দল সেভিয়ার মাঠে হবে বলে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানায় উয়েফা। আগামী ৭ এপ্রিল হবে প্রথম লেগের খেলা। ফিরতি পর্ব ১৩ এপ্রিল। জয়ী দল সেমি-ফাইনালে খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ অথবা লিভারপুলের বিপক্ষে। কাজ, শিক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত বর্তমানে সকল বিদেশিদের যুক্তরাজ্য সফরে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ব্রিটেন থেকে স্পেনে ভ্রমণেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে গত ডিসেম্বর থেকে। তবে চলতি মাসের শুরুতে স্পেন সরকার জানায়, ৩০ মার্চ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর কিছু ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে।

এবার দিল্লি ক্যাপিটালস নতুন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (হি.স) : আসন্ন আইপিএলে এবার দিল্লি ক্যাপিটালস দলের নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করল। এবার দিল্লি ক্যাপিটালসের তরফে মঙ্গলবার সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হল, আইপিএলে খেলবেন না শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর পরিবর্তে নতুন অধিনায়ক হিসেবে ঋষভ পন্থ-র নাম ঘোষিত হল।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পুণেতে ওয়ানডে সিরিজে ম্যাচ চলাকালীন চোট পান শ্রেয়স। ইংল্যান্ডের ইনিংসের তখন অষ্টম ওভার। একটি বাউন্ডারি বাঁচাতে গিয়ে কাঁধে চোট পান তিনি। এরপরই মাঠ ছেড়ে চলে যেতে হয় তাঁকে। ব্যথায় রীতিমতো কাতরাতে দেখা গিয়েছিল তরুণ ব্যাটসম্যানকে। আর ফিল্ডিং করতেও নামেননি। পরে তাঁর চোটের জায়গা স্ক্যান করেও দেখা হয়। জানা গিয়েছিল, কাঁধের হাড় সরে গিয়েছে শ্রেয়সের। সারতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। ফলে একদিনের সিরিজ থেকে ছিটকে যান তিনি। মঙ্গলবার দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজি সরকারিভাবে জানিয়ে দিল গোটা টুর্নামেন্টেই শ্রেয়সের খেলা হচ্ছে না। তাঁর পরিবর্তে অধিয়ানক হিসেবে তাঁরা বেছে নিল ঋষভ পন্থকে।

শ্রেয়সের ছিটকে যাওয়ার খবর সামনে আসতেই ক্যাপ্টেন হওয়ার দৌড়ে উঠে এসেছিল একাধিক নাম। পন্থের পাশাপাশি শোনা যাচ্ছিল অভিজ্ঞ রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অজি তারকা স্টিভ স্মিথের নামও। দুই অভিজ্ঞকে টপকে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেলেন ভারতীয় দলের উইকেট কিপার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে দারুণ ফর্মে দেখা গিয়েছিল পন্থকে। এবার ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনি নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট মহল।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ছাড়লেন সার্জিও আগুয়েরো

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩০ মার্চ (হি.স) : গত এক দশকের সম্পর্কের অবসান ঘটল। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ছাড়লেন সার্জিও আগুয়েরো।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বিবৃতির মাধ্যমে ম্যাঞ্চেস্টারের ক্লাবটির হয়ে রেকর্ড ২৫৭ গোলের মালিক সার্জিও আগুয়েরো জানান চলতি মরশুম শেষেই সিটির সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টানছেন তিনি। নতুন করে এই ক্লাবের সঙ্গে আর চুক্তি করবেন না তিনি। এরপর ক্লাবের তরফ থেকে এক আবেগঘন বার্তায় ক্লাবের ইতিহাসে সর্বাধিক গোলস্কোরারের ক্লাব ছাড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১২ আগুয়েরোর গোলে সিটির প্রিমিয়র লিগ জয়কে অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞ সবচেয়ে নাটকীয় খেতাব জয় আখ্যা দিয়ে থাকেন। সেই আগুয়েরো ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় মন ভালো নেই স্কাই ব্লুজ'দের।

বিদায়বেলায় ঘরের ছেলেকে জাঁকজমকপূর্ণ বিদায়ী সংবর্ধনা দিতে চলেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। হোমগ্রাউন্ড ইতিহাদে বসবে আগুয়েরোর মূর্তি। দাভিদ সিলভা, ভিনসেন্ট কোম্পানির পর তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে ইতিহাদে আগুয়েরোর মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ম্যান সিটি কর্তৃপক্ষ।

শেষ হচ্ছে আগুয়েরোর সিটি অধ্যায়

চোটের জন্য একাদশে অনিয়মিত হওয়ার পর থেকে শোনা যাচ্ছিল গুঞ্জন। শেষ পর্যন্ত সেটিই সত্যি হতে যাচ্ছে। চুক্তির মেয়াদ শেষে চলতি মৌসুমের পর ফ্রি ট্রান্সফারে বিদায় নিতে যাচ্ছেন সের্হিও আগুয়েরো। শেষ হচ্ছে এই আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারের ম্যানচেস্টার সিটি অধ্যায়। প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটির পক্ষ থেকে সোমবার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০১১ সালে আতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে সিটিতে যোগ দেওয়ার পর ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৮৪ ম্যাচে রেকর্ড ২৫৭ গোল করেছেন আগুয়েরো। জিতেছেন চারটি প্রিমিয়ার লিগ, একটি এফএ কাপ ও পাঁচটি লিগ কাপ। বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাও তিনি। সব মিলিয়ে প্রিমিয়ার লিগের গোলদাতার তালিকায় ১৮১ গোল নিয়ে আছেন চতুর্থ স্থানে। ক্লাবের ঘোষণার পরপরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিদায় বার্তা দিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী এই তারকা স্ট্রাইকার। "যখন একটা চক্রের শেষ হয়, তখন মনের মধ্যে অনেক রকম অনুভূতি খেলা করে। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে পুরো ১০ বছর খেলতে পারার গর্ব ও ভালো লাগা কাজ করছে আমার মধ্যে। আজকের যুগে এবং এই বয়সে একটা দলের হয়ে এতদিন খেলার উদাহরণ খুব বেশি নেই।" সিটির জার্সিতে আগুয়েরোর সবচেয়ে স্মরণীয় গোল হয়ে থাকবে শুরুর দিকের একটি গোল। ২০১১-১২ প্রিমিয়ার লিগ আসরের শেষ দিনে কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্সের বিপক্ষে যোগ করা সময়ে গোল করে জিতিয়েছিলেন দলকে। ওই গোলেই ৪৪ বছরে প্রথম লিগ শিরোপা জিতেছিল সিটি। চোট ও অসুস্থতা মিলিয়ে চলতি মৌসুমে অবদান রাখতে পারছেন না খুব একটা। দলের হয়ে এখন পর্যন্ত মাঠে নেমেছেন কেবল ১৪ ম্যাচে, গোল করেছেন তিনটি। আগুয়েরোকে সম্মান জানাতে ও ক্লাবে তার কীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে ইতিহাদ স্টেডিয়ামের বাইরে ক্লাবের স্বর্ণযুগের অন্য দুই নায়ক ডিফেন্ডার ভিনসেন্ট কোম্পানি ও মিডফিল্ডার দাভিদ সিলভার পাশে তারও ভাস্কর্য গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিটি।

'জায়গা খালি নেই', অধিনায়কত্ব প্রসঙ্গে ল্যাঙ্গার

স্টিভেন স্মিথের নেতৃত্বে ফেরার আগ্রহ নিয়ে ভাবছেন না জাস্টিন ল্যাঙ্গার। অস্ট্রেলিয়ার কোচ সরাসরি জানিয়ে দিলেন, আপাতত দলে অধিনায়কের জায়গা খালি নেই। টিম পেইন ও অ্যারন ফিঞ্চের ওপরই আস্থা রাখছেন তিনি। ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বল টেম্পারিং কাণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্ব হারান স্মিথ। সে সময় এক বছর খেলা ও দুই বছর অধিনায়কত্ব থেকে নিষিদ্ধ হন তিনি। তার নেতৃত্বের নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়েছে এক বছর হলো।

স্মিথের জায়গায় তখন থেকে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কিপার-ব্যাটসম্যান পেইন, অন্য দুই সংস্করণে ফিঞ্চ। এত দিন অধিনায়কত্ব নিয়ে কোনো আগ্রহ দেখাননি স্মিথ। সোমবার জানালেন, সুযোগ পেলে অস্ট্রেলিয়া দলের দায়িত্ব আবার নিতে প্রস্তুত তিনি। তবে নেতৃত্ব না পেলেও যে সমস্যা নেই সেটাও পরিষ্কার করেছেন এই তারকা ব্যাটসম্যান। স্মিথের এমন বক্তব্যের পর ল্যাঙ্গারকেও মুখোমুখি হতে হয় এ বিষয়ে প্রশ্নের। অস্ট্রেলিয়া কোচ পরদিন এবিসি-কে জানান, আসছে অ্যাশেজ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য বর্তমান দুই অধিনায়কের ওপরই আস্থা রাখছেন তিনি।

"আমাদের খুব ভালো দুই জন অধিনায়ক আছে। আর সামনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতাও আছে-অ্যাশেজ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আমাদের ভবিষ্যৎ ভালোই মনে হচ্ছে।...গণমাধ্যমে গুঞ্জন থাকলেও, অধিনায়কত্বের জন্য জায়গা খালি নেই।" চলতি বছরের শেষ দিকে ঘরের মাঠে অ্যাশেজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এর আগে ভারতে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

করোনাভাইরাস: এবার আক্রান্ত ইরফান পাঠান

ভারতের সাবেক ক্রিকেটারদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শচিন টেন্ডুলকার, ইউসুফ পাঠান ও এস বদ্রিনাথের পর এবার আক্রান্ত হয়েছেন ইরফান পাঠান। কদিন আগে ভারতের রায়পুরে শেষ হওয়া সাবেকদের টুর্নামেন্ট রোড সেফটি ওয়ার্ল সিরিজে খেলেন চার জনই। শিরোপা জয়ী ভারত দলের সদস্য ছিলেন তারা। পরীক্ষা করানোর পর গত শনিবার টেন্ডুলকার ও ইউসুফ তাদের কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ার কথা জানান। পরদিন আক্রান্ত হওয়ার খবর দেন বদ্রিনাথ। তিন জনই রায়পুর থেকে ফিরে মৃদু উপসর্গ অনুভব করার কথা জানান।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোমবার রাতে ইরফান জানান, কোভিড-১৯ পজিটিভ হলেও কোনো উপসর্গ তিনি অনুভব করছেন না। নিজ বাসায় আইসোলেশনে আছেন সাবেক এই পেসার।

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are invited from the dealers / suppliers for supply of **Law Books.** Intending tenderers may submit the quotations on their own papers. The letter with superscription **"QUOTATION FOR THE SUPPLY OF LAW BOOKS"** should be addressed to the **District & Sessions Judge, West Tripura District, Agartala, PIN-799001**. Last date for receipt of the quotations is **07.04.2021. 03.00PM.** **Details notice inviting quotation showing list of Law Books shall be available in the official website link:- https://districts.ecourts.gov.in/india/tripura/west-tripura/tender**

Sd/- (Mou Banerjee)
Civil Judge(Sr.Divn) & Asstt. Sessions Judge
West Tripura Judicial District, Agartala.
(HEAD OF OFFICE)

ICA-C-3508/21

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-XLVI/EE/RD/STB/2020-21, Dated-26/03/2021

On behalf of the 'Governor of Tripura **'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura'** invites **percentage rate Two Bid System e-tender** in PWD Form no-7 **up to 3.00 P.M.** on **16/04/2021** for Internal Electrification work at newly constructed workshop building at ITI Belonia , South Tripura under RD Santirbazar Division. For details visit website **https://tripuratenders. gov.in** and contact at **M-8787450077 / 7005841976.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/- Illegible
Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

ICA-C-3502/21

মঙ্গলবার কৃষি বিলের প্রতিবাদে আগরতলায় মিছিল সংঘটিত করেছে সিপিআইএমএল। ছবি নিজস্ব।

মতুয়া তীর্থে মোদী, কঠোর ব্যবস্থা নিতে কমিশনের কাছে আর্জি তৃণমূল কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটের দিনে বাংলাদেশের ওড়াকান্দির মতুয়া তীর্থে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাজিরা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ ঠুকল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরার কাছে চিঠি পাঠিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন অভিযোগ করেছেন, 'ভোটের দিনে ওড়াকান্দিতে মতুয়া তীর্থে গিয়ে কার্যত নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে দুদিন আগেই নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তৃণমূল সুমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশে মতুয়া তীর্থে মোদীর সফরকে কটাক্ষ করে নেত্রী বলেন, ''বাংলায় নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভোট পেতে ও প্রভাবিত করতেই এই প্রচেষ্টা।'' যদিও তৃণমূল সুপ্রিমো মতুয়া সম্প্রদায়ের নাম নেননি। অবশেষে, নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের দায়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানাল দল।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো চিঠিতে ডেরেক লিখেছেন, ''বাংলাদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী বনক্ষগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। যিনি কোনও সরকারি পদে নেই। ওই সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ওড়াকান্দিতে মতুয়া তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে এপার বাংলায় মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারদের প্রভাবিত করা।''

সেই সঙ্গে আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে প্রধানমন্ত্রীকে ভর্ৎসনা করার পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা লিখেছেন, 'ভবিষ্যতে যাতে এমন গর্হিত আচরণ করার দুঃসাহস না দেখান প্রধানমন্ত্রী তার জন্যই কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত নির্বাচন কমিশনের।'

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তৃণমূলের নালিশকে গুরুত্বই দিতে চাননি বঙ্গ বিজেপির নেতারা। ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং এ বিষয়ে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে মূলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি ক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আরও একাধিক স্থানের মধ্যে ওড়াকান্দিতে মতুয়া তীর্থধামেও যান তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস অকারণে বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা করছে।'

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের অস্ত্রোপচার সফল

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ (হি.স.): রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। মঙ্গলবার দিল্লি এইমসে তাঁর বুকে অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে বলে টুইট করে জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ডাক্তারদের ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত রাষ্ট্রপতির আরোগ্য কামনা করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

৭৫ বছরের রাষ্ট্রপতি বুকে অস্বস্তি বোধ করায় গত ২৬ মার্চ শুক্রবার, ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর অ্যান্ড আর হাসপাতালে হেলথ চেক আপ করান। তাঁকে সেখান থেকে পাঠানো হয় এইমসে। গত ২৭ মার্চ এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতি দফতর থেকে বলা হয়, আজ অপরাহ্নে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে দিল্লির এইমস স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করে ডাক্তাররা তাঁকে ৩০ মার্চ, মঙ্গলবার সকালে বাইপাস পদ্ধতিতে তাঁর অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিয়েছেন। সেই মত এইমসের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে আজ তাঁর বুকে অস্ত্রোপচার হয়। রাষ্ট্রপতি স্থিতিশীল রয়েছেন। এরপর আজ বিকালে অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে বলে টুইট করে জানালেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাশাপাশি তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন হাসপাতালের সকল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের।

সচিন বাজে-র বিষয়ে এনআইএ-র সঞ্জয় রাউতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত ঃ নিরুপম

মুম্বই, ৩০ মার্চ (হি.স) : মুম্বই পুলিশের সাসপেন্ডেড পুলিশ আধিকারিক শচীন বাজেকে ফের পুলিশ বিভাগে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউতকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)র পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত বলে মনে করেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জয় নিরুপম।

মঙ্গলবার সঞ্জয় নিরুপম সাংবাদিকদের বলেন, শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত সচিন বাজের প্রশংসা করতেন। কিন্তু এন্টিলিয়া কাণ্ডে তাকে গ্রেফতার করার পর তিনি সচিন বাজে নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করেছেন। এখন উনি বলছেন যে তিনি নাকি পুলিশ বিভাগে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি নিয়ে বিরোধিতা করেছিলেন বলে সঞ্জয় নিরুপম জানান। তিনি দাবি করেন, সঞ্জয় রাউতের এই বক্তব্য অন রেকর্ড আছে। এ কারণে সঞ্জয় রাউত কখনও তাঁর বক্তব্য থেকে বিমুখ হতে পারেন না। সচিন বাজে কিভাবে ফের বা কোন নেতার সুপারিশে সে পুলিশ বিভাগে যুক্ত হয়েছিলেন, এটা জনসমক্ষে আসা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এই কারণে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) অবিলম্বে সঞ্জয় রাউতকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন, মহারাষ্ট্রে করোনা সংক্রমনের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। রাজ্য সরকার মহারাষ্ট্রে ফের লকডাউনের চিন্তা-ভাবনা করলে এই রাজ্যের আর্থিক সংকট বেড়ে যাবে এবং প্রবাসী শ্রমিকরা ফের সমস্যায় পড়বেন। রাজ্য সরকারকে করোনা সংক্রমণকে রুখতে স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর আরও জোর দেওয়া উচিত বলে সঞ্জয় নিরুপম মনে করেন।

এবার করোনা আক্রান্ত অভিনেত্রী ফতিমা সানা শেখ

মুম্বই, ৩০ মার্চ (হি.স.) : এবার করোনার কবলে পড়লেন অভিনেত্রী ফতিমা সানা শেখ। করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর নিজেই জানিয়েছেন ফতিমা। মঙ্গলবার নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ফতিমা সানা শেখ লেখেন, ''''আমার করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আমি চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি। যাঁরা আমার সুস্থতা কামনা করছেন, তাঁদের ধন্যবাদ।''''

ফের নতুন করে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ। বেশ কিছুদিন ধরেই মহারাষ্ট্রে একের পর এক করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলছে, যার রেস পৌঁছেছে বি-টাউনেও। দ্বিতীয় দফায় করোনার সংক্রমণে বলিউডে একাধিক তারকার করোনা পজিটিভ হওয়ার খবর মিলেছে। ফতিমা সানা শেখ-এর অনস্ক্রিন বাবা আমির খান গত ২৪ মার্চ নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর সকলকে জানান। আর তার ঠিক পরদিনই (২৫ মার্চ) করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন অভিনেতা আর মাধবন। গত ১৭ মার্চ করোনা আক্রান্ত হয়ে এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বলিউডের পরিচালক সতীশ কৌশিক। কিছুদিন আগে অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান, মিলিন্দ সোমন, পরেশ রাওয়াল, বিক্রান্ত মাসে, রোহিত সারাফরাও করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছেন। এবার সেই তালিকায় যোগ দিলেন ফতিমাও।

ভাসানো হল সুয়েজ খালের বালিতে আটকে পড়া মালবাহী জাহাজটিকে

কায়রো, ৩০ মার্চ (হি.স) : মিশরের সুয়েজ খালের বালিতে আটকে পড়া এভার গিভেন নামে বিশালাকৃতির মালবাহী জাহাজটিকে ভাসানো সম্ভব হলেও সুয়েজ খাল দিয়ে স্বাভাবিক জাহাজ চলাচল এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি। তবে, মিশর প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত তা স্বাভাবিক হবে বলেও জানানো হয়েছে। সোমবার ৪০০ মিটার লম্বা এবং ২ লাখ টন ওজনের দানবাকৃতি জাহাজটিকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সুয়েজ খাল দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মারাত্মক প্রভাব পড়তে শুরু করে বিশ্ববাণিজ্যে।

ভোটের মুখে কোকরাঝাড়-এ গভীর জঙ্গলেবিস্তর পরিমানে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

কোকরাঝাড়, ৩০ মার্চ (হি. স.) : ভোটের মুখে কোকরাঝাড়-এ গভীর জঙ্গলে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মী-রা রিপু সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে সোমবার রাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার করেছে। তাতে, বড়সড় হিংসাত্মক ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কোকরাঝাড় জেলা পুলিশ সুপার রাকেশ রাউশান-র নেতৃত্বে অসম পুলিশের এক টিম একে-৫৬ রাইফেল, ১৫৭ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, ৮ টি ব্লানকেট, ১৫০ কেজি রেশন সামগ্রী, ঔষধ, ব্যাগ এবং অন্যান্য সামগ্রী মাটি খুড়ে উদ্ধার করেছে পুলিশ। অবশ্য পুলিশের ওই অভিযানে সহায়তা করেছে বিটিএডি-র নিরাপত্তা কর্মী-রা। বিটিএডি-র আইজিপি এলআর বিশনই হিংসা-মুক্ত নির্বাচন সুনিশ্চিত করার জন্য অসম পুলিশ-কে তল্লাশি অভিযানে সহায়তা দিয়েছেন। রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল হওয়ায় গন্তব্য স্থলে পৌছাতে নিরাপত্তা কর্মী-রা ২০ কিমি পায়ে হেটে গিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, ভোটার-দের ভোট দেওয়া সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে নিরাপত্তা কর্মী-রা পায়ে হেটে টহল দিচ্ছেন। তাতে, মানুষ ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট দিতে পারবেন, সেই লক্ষ্যে চলেছে পুলিশ। অসম-র ছয়টি জেলার মধ্যে কোকরাঝাড় অন্যতম জেলা যার সাথে আন্ত:রাজ্য এবং আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। ইতিমধ্যে গত ২৭ মার্চ অসম-এ প্রথম পর্যায়ের ভোট সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের ভোট ১ এবং ৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। গণনা অন্য রাজ্যের সাথে ২ মে অনুষ্ঠিত হবে।

গোসাবার ভোটে উধাও হ্যামিলটন আর রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি

●অশোক সেনগুপ্ত●

কলকাতা, ৩০ মার্চ (হি. স.) : ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন (১৮৬০-১৯৩৯) এসেছিলেন সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যবসা করতে। জঙ্গল কাটিয়ে তৈরি করান বসতি। সে অঞ্চলের দারিদ্র ও অশিক্ষা দেখে, গোসাবা দ্বীপে গড়ে তুললেন রিকন্সট্রাকশন ইন্সটিটিউট, ১৯৩২ সালে। সত্তর পার হওয়া রবীন্দ্রনাথ সে বছরই গোসাবায় এলেন তা দেখতে। এ সব আজ থেকে ৯০ বছর আগের কথা।

হ্যামিল্টন মহান সমাজসেবী ও ধর্মপ্রচারক ডেভিড লিভিংস্টোনের পুড়ে যাওয়া প্রিয় গির্জা থেকে এদেশে বয়ে এনেছিলেন দুটো ইঁট। তিনি আশা করেছিলেন ওই ইটদুটো দিয়ে গড়া তাঁর সংস্থার ভিত্তি স্থাপন করবেন মহাত্মা গান্ধি। গান্ধিজী আসতে পারেননি, পরে হলেও এসেছিলেন তাঁর প্রিয় সাথী ভারতবিখ্যাত মহাদেব দেশাই। সেই সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে স্থানীয় একটি খালের নামকরণ করা সয় দেশাইখাল।

হ্যামিল্টনের গড়া সেই আদর্শ বিদ্যানিকেতন আজ 'আর আর গভঃ স্পনসর্ড উচ্চ মাধ্যমিক ইন্সটিটিউশন'। দেশের অন্য পাঁচটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতো এখানেও এখন কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ পড়ানো হয়। কারিগরী শিক্ষার আয়োজন নিশ্চিহ্ন হয়নি বটে, তবে তা গতি হারিয়েছে। হ্যামিল্টনের স্বপ্ন ডুবে গেছে, ভেসে গেছে রবীন্দ্রনাথের গ্রাম পুনর্গঠন চিন্তা, আজ সে বিদ্যালয় জেগে আছে ভিন্ন সুরের গানে গলা জুড়ে ও ভিন্নতালের নাচে পা মিলিয়ে। বিদ্যালয়ে ঢোকার মুখে চোখে পড়ে প্রায় শুকিয়ে ওঠা ছোট্ট একটা ডোবা আর এক স্মারক-খ্রিষ্টান হ্যামিল্টন সাহেবের সংগ্রহ করা সেই দুটো ইট। গোসাবায় সমবায় শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখে বিস্মিত রবীন্দ্রনাথ লিখছেনঃ স্বদেশী সমাজের যে স্বপ্ন একদিন দেখেছিলাম, এখানে তার পরিপূর্ণ রূপ দেখে মুগ্ধ হলাম। সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শ হোক গোসাবা।সংস্কৃতিমনস্ক অনেকেই জানেন গোসাবাকে ঘিরে হ্যামিল্টন আর রবীন্দ্রনাথের কর্মকান্ডের মাত্রা। এ নিয়ে অনেক লেখালেখি, গবেষণা হয়েছে। ওঁদের স্মৃতিমাখা দুটি প্রতিষ্ঠান আজও স্বস্থানে রয়েছে ভুলে যাওয়া ইতিহাসের সুবাস গায়ে মেখে।

এখনও সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে যাতায়াত খুবই কষ্টসাধ্য, সেকালে তো আরও বিপদসঙ্কুল ছিল সে যাত্রা। রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় বার বার খবরের শিরোনামে উঠে আসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা। একসময় যেখানে সিপিএম-তৃণমূলের সংঘর্ষ নিত্যদিনের ঘটনা ছিল বর্তমানে সেই জায়গা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে।

সুন্দরবন লাগোয়া গোসাবার বেশিরভাগ মানুষই চাষাবাদ করে সংসার চালান বা মৎস্যজীবী। তবে এই এলাকার বাসিন্দারা যথেষ্ঠ রাজনীতি-সচেতন। একসময় গোসাবা বিধানসভা এলাকায় একচেটিয়া জিতত বিপ্লবী দল হিসাবে পরিচিত আরএসপি। ১৯৬৭ সালে গোসাবায় প্রথম বিধানসভার নির্বাচন হয়। ভারতীয় জনসঙ্ঘের টিকিটে জিতেছিলেন জি এন মণ্ডল। তবে ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলাদের অপমান করা ডিএমকে ও কংগ্রেসের সংস্কৃতি ঃ প্রধানমন্ত্রী

ধারাপুরম, ৩০ মার্চ (হি.স.): মহিলাদের অপমান করাই ডিএমকে ও কংগ্রেসের সংস্কৃতি। এনডিএ-র হাতে রয়েছে উন্নয়নের অ্যাজেন্ডা, কংগ্রেস ও ডিএমকে-র অ্যাজেন্ডা তখন পরিবারবাদ। মঙ্গলবার তামিলনাড়ুর ধারাপুরমের নির্বাচনী জনসভা থেকে এভাবেই ডিএমকে ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন দুপুরে তামিলনাড়ুর ধারাপুরমে নির্বাচনী জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামী। তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে-র সঙ্গে জোট বেঁধে দক্ষিণী এই রাজ্যে লড়ছে বিজেপি। তাঁদের প্রতিপক্ষ ডিএমকে-কংগ্রেস জোট। এদিন ধারাপুরমে ভোট প্রচারে এসে বিরোধী জোটকেই আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদী। মোদী বলেন, 'এনডিএ-র হাতে যখন উন্নয়নের অ্যাজেন্ডা, কংগ্রেস-ডিএমকে-র অ্যাজেন্ডা তখন পরিবারবাদ। রাজ্যকে ডিএমকে-র নতুন কিছু দেওয়ার নেই।' এদিন বক্তব্যের শুরুতেই মোদী বলেছেন, 'আগামী কিছু দিনের মধ্যে নতুন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ভোট দেবে তামিলনাড়ু। রাজ্যের জনগণকে সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের আশীর্বাদ চাইছে এনডিএ পরিবার। চূড়ান্ত উন্নয়নের দৃঢ় অ্যাজেন্ডা ভিত্তিতে আমরা আপনাদের ভোট চাইছি।'

পশ্চিমবঙ্গে শোভারানি মজুমদার নামে একজন বৃদ্ধার মৃত্যু নিয়ে তামিলনাড়ুর জনসভা থেকে তৃণমূল, কংগ্রেস, ডিএমকে এবং বামেদের আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলেন, 'সোমবার পশ্চিমবঙ্গে শোভারানি মজুমদার নামে একজন বৃদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন, ভিন্ন মতাদর্শের কারণে তৃণমূলের গুন্ডারা কীভাবে ওই বৃদ্ধাকে আক্রমণ করেছি তা আমরা দেখেছি। কংগ্রেস কী কোনও সহানুভূতি দেখিয়েছে? ডিএমকে এবং বামেরা কী নিন্দা করেছে?' কংগ্রেস ও ডিএমকে-কে আক্রমণ করে মোদী বলেছেন, ''কখনওই মহিলা ক্ষমতায়নের গ্যারান্টি দেবে না ডিএমকে ও কংগ্রেস। ১৯৮৯ সালের ২৫ মার্চের কথা কখনও ভোলা যাবে না, আম্মা জয়ললিতার সঙ্গে ডিএমকে কী ধরনের আচরণ করেছিল। মহিলাদের অপমান করা ডিএমকে ও কংগ্রেসের সংস্কৃতি। কিছু দিন আগে ডিএমকে-র বিধায়ক প্রার্থী ডি লিওনি মহিলাদের সম্পর্কে ভয়ানক মন্তব্য করেছিলেন। ডিএমকে তাঁকে থামানোর জন্য কিছু করেনি। কংগ্রেস ও ডিএমকে-কে বলতে চাই মহিলাদের অপমান তামিলনাড়ুর জনগণ কখনও সহ্য করবেন না।'

ভোটারদের উদ্দেশে অডিও বার্তা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

কলকাতা, ৩০ মার্চ (হি. স.) : ''তৃণমূলের জমানায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে। যেখানে শুধুই বিপর্যয় আর হতাশা।'' ফের ভোটদাতাদের উদ্দেশে বার্তা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। নির্বাচনী মরশুমে সোমবারই তিনি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রাজ্যবাসীকে বার্তা দিয়েছিলেন। এবার বামফ্রন্টের তরফে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর একটি অডিও বার্তা প্রকাশ করা হল। তাতে তৃণমূলের স্বৈরতান্ত্রিক নৈরাজ্য ও বিজেপির আগ্রাসন রুখতে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়ার ডাক দিয়েছেন তিনি।

অডিও বার্তায় বামফ্রন্টের প্রবীণ নেতার মুখে শোনা গেল সেই বাক্যটি, যাকে হাতিয়ার করে বঙ্গে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ''কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। বাম আমলে এই দুই ক্ষেত্রেই উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূলের জমানায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে। যেখানে শুধুই বিপর্যয় আর হতাশা। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে আর শিল্পায়ন স্তব্ধ।''

বুদ্ধবাবু অডিও বার্তায় বলেছেন, ''গত ১০ বছরে উল্লেখযোগ্য একটি শিল্পও আসেনি রাজ্যে। নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে এখন শ্মশানের নীরবতা। শিক্ষায় নৈরাজ্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। নাগরিক জীবনের চাহিদা অবহেলিত। সামাজিক জীবনে গণতন্ত্র আক্রান্ত। স্বৈরাচারী শাসকদল, তাদের কর্মীবাহিনী ও সমাজবিরোধীরা একজোট হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা ভয়ংকরভাবে বিঘ্নিত। যুব সমাজ, দেশের ভবিষ্যৎ আজ আশাহীন, উদ্যোগহীন।''

বুদ্ধদেববাবুর গলায় ফুটে উঠেছে, বাংলায় বেকারত্বের কথা। তিনি বলেন, ''এখন রাজ্য ছাড়ছে অনেক যুবক। অন্য জায়গায় গিয়ে চাকরির সন্ধান করে বাঁচার চেষ্টা করছে।'' এরপরই জুড়ে দেন, তৃণমূলের স্বৈরতান্ত্রিক নৈরাজ্য আর বিজেপির আগ্রাসনে রাজ্যে বিপদের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আর ঠিক তখনই তৈরি হয়েছে এক সম্ভাবনা। বামফ্রন্ট, কংগ্রেস ও ধর্মনিরপেক্ষ একটি দল মিলে যৌথ দল তৈরি করেছে। যেখানে শামিল যুব সমাজ। তারা চায় শিল্প, শিক্ষা, সমাজের উন্নত মূল্যবোধ। তাই বুদ্ধদেবের আহ্বান, রাজ্যকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন। বলছেন ''নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এই ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ক্ষমতায় আনুন। যে সরকার বিপদগ্রস্ত গণতন্ত্রকে রক্ষা করবে। রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিকের জীবন-জীবিকার দাবিগুলি সম্পর্কে সতর্ক থেকে কাজ করবে।'' অসুস্থতার কারণে গত মাসে বামেদের ব্রিগেডে যোগ দিতে পারেননি বুদ্ধদেববাবু। তবে আপাতত তিনি ভাল আছেন। বিশ্রামে থাকাকালীনও দলের সমস্ত কর্মসূচির খবর রাখছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।